বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি

তৃতীয় শ্রেণি

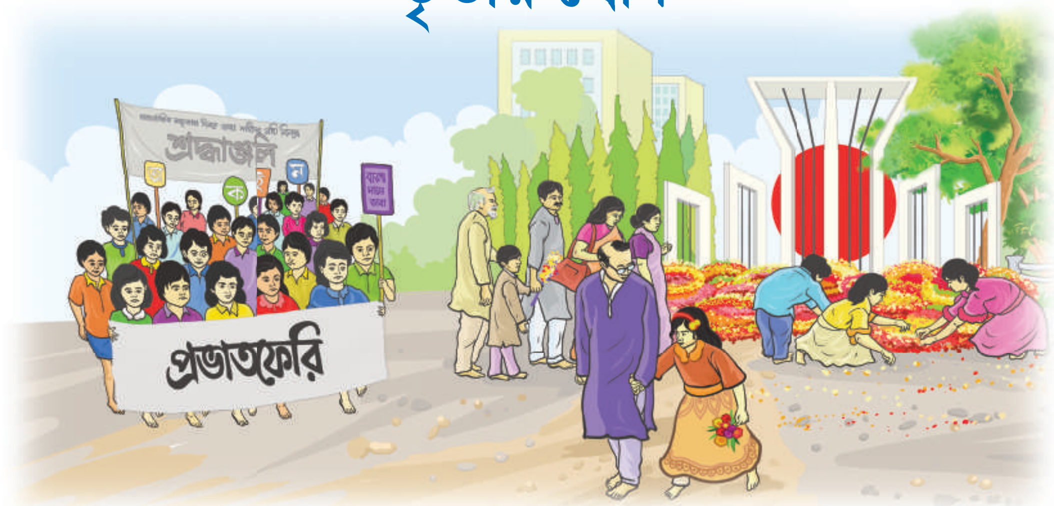

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ইবতেদায়ি
তৃতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

ড. মো. ফারুক হোসেন
মোঃ জহুরুল হক
মো. কামরুজ্জামান
সরোজ কুমার সাহা
সুমন চক্রবর্ত্তী
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২৩

ছবি ও অলংকরণ
মোঃ মতিউল ইসলাম মিয়া
মোঃ কাওসার শিকদার

কম্পিউটার গ্রাফিক
মোহাম্মদ ফজলুল কবির

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে এবং কার্যকর শিখন নিশ্চিতকরণে শিশুর বহুমাত্রিক শিখন প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকের মূল ভিত্তি শিক্ষাক্রম যা নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট, বিশ্বপরিস্থিতি এবং চাহিদার সাপেক্ষে নিয়মিত পরিমার্জনের দাবি রাখে। উদ্ভূত বিবিধ পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে টিকে থাকার পাশাপাশি টেকসই উন্নত জীবনমান অর্জনে যোগ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রয়াসে বাংলাদেশে ২০২২ সালে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাμম পরিবর্তনের এ ধারায় পূর্বের তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে বেশ কিছু দিকে ভিন্নতা এসেছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, সমাজ ও সামাজিক সম্প্রীতি, জেন্ডার সমতা ও নিরপেক্ষতা, জাতির পিতার শৈশবকাল, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, মহাদেশ ও মহাসাগর, বাংলাদেশের মানচিত্র, কৃষি, শিল্প ও জনসংখ্যা, শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিশুর ভূমিকা, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি, বিভিন্ন ধরনের পেশা, অর্থ ও সম্পদের ব্যবহার, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কৌশল ও মূল্যায়নেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিশুর আগ্রহ, প্রবণতা, সামর্থ্য, কৌতূহল, উদ্যম ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সক্রিয়, আনন্দদায়ক এবং সহযোগিতামূলক শিখনের আলোকে রচিত পাঠ্যপুস্তকটিতে শিশুর অনুসন্ধিৎসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাঠসমূহে শিখনফল অনুযায়ী চিন্তার উদ্রেককারী ছবি, কেস স্টাডি ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, চিন্তা ও কল্পনা শক্তি ব্যবহারপূর্বক পাঠের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়তা করা হয়েছে। তথ্যের সূত্র দিয়ে অধিকতর তথ্য সংগ্রহে, সংগৃহীত তথ্যের সংশ্লেষণে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জনের দিকে শিক্ষার্থীকে চালিত করা হয়েছে। পাঠসমূহে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও জীবনঘনিষ্ঠ পরিকল্পিত কাজের আয়োজন রয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে।

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক বর্তমান শ্রেণিতেই প্রথমবার পাচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এ বিষয়ে শুধু শিক্ষক সহায়িকার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন, মুদ্রণ ও প্রকাশনা ইত্যাদি সব ধাপ মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে প্রথমবার প্রণীত বিধায় এ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ছিল আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও এতে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হয়েছে, তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

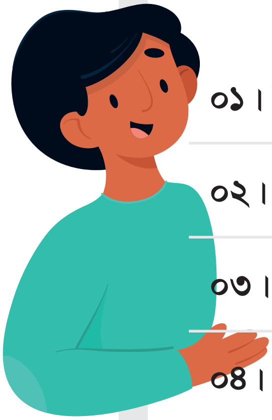
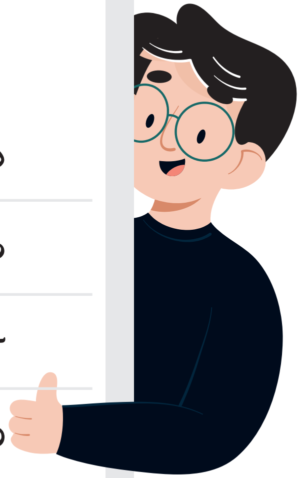

০১। আমাদের পরিবেশ	০১
০২। আমরা সবাই মানুষ	১০
০৩। আমাদের জাতির পিতা	১৮
০৪। আমাদের ইতিহাস	২৩
০৫। আমাদের সংস্কৃতি	৩৬
০৬। মহাদেশ ও মহাসাগর	৪২
০৭। পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিশুর ভূমিকা	৫২
০৮। শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা	৬০
০৯। নৈতিক ও মানবিক গুণ	৭০
১০। আমাদের দেশ	৭৫
১১। বিভিন্ন পেশা	৮৬
১২। টাকার ব্যবহার	৯৫
১৩। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা	১০০
• শব্দভান্ডার	১০৮

অধ্যায় : ০১

আমাদের পরিবেশ

১ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য

ক) ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান চিহ্নিত করি এবং নিচের ছকে তালিকা তৈরি করি-

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান	সামাজিক পরিবেশের উপাদান
সূর্য	ঘর-বাড়ি

২০২৪

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। কোথাও রয়েছে উঁচু-নিচু পাহাড়, কোথাও পর্বত, কোথাও সাগর-মহাসাগর। নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ইত্যাদি প্রকৃতিকে করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে হাতির মতো বিশাল প্রাণী এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎ। কোনো অঞ্চল বৃষ্টিপ্রবণ, আবার কোনো অঞ্চল শুষ্ক মরুভূমি। কোনো অঞ্চলের আবহাওয়া উষ্ণ, আবার কোথাও শীতল। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে ঠান্ডা অনুভূত হয়। এদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অতি বৃষ্টির কারণে কখনো কখনো বন্যা হয়। আবার অনাবৃষ্টির কারণে খরাও হয়। এভাবেই গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ।

সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে। দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ঈদ, পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন করে। মানুষের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজের মতো বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের সমাজে রয়েছে কৃষক, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। যাতায়াতের জন্য আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যেমন– রিকশা, গাড়ি, ট্রেন, লঞ্চ, বিমান ইত্যাদি। একেক অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি একেকরকম। গ্রাম ও শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, বাজার, জীবনযাত্রা ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। এদেশে বেশিরভাগ অফিস-আদালত ও কলকারখানা শহরে অবস্থিত। আবার কৃষি খামারগুলো গ্রামে অবস্থিত। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে ভিন্নতা রয়েছে।

খ) বিষয়বস্তু পড়ি এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য নিচের ছকগুলোতে লিখি–

	প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য
ভূমিরূপ	কোথাও সমতল, কোথাও উঁচু-নিচু পাহাড় ও পর্বত
প্রাণী	
আবহাওয়া	
জলাশয়	
উদ্ভিদ	

	সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য
পেশা	কৃষক, জেলে
যানবাহন	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
ধর্মীয় অনুষ্ঠান	
ঘরবাড়ি	

গ) এসাইনমেন্ট

১. আমার নিজ এলাকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বর্ণনা করি।
২. গ্রাম ও শহরের আবাসিক এলাকার বৈচিত্র্য বর্ণনা করি।

ঘ) পরিবেশের উপাদানের বৈচিত্র্য নিয়ে নিচের ধারণাচিত্রটি সম্পূর্ণ করি–

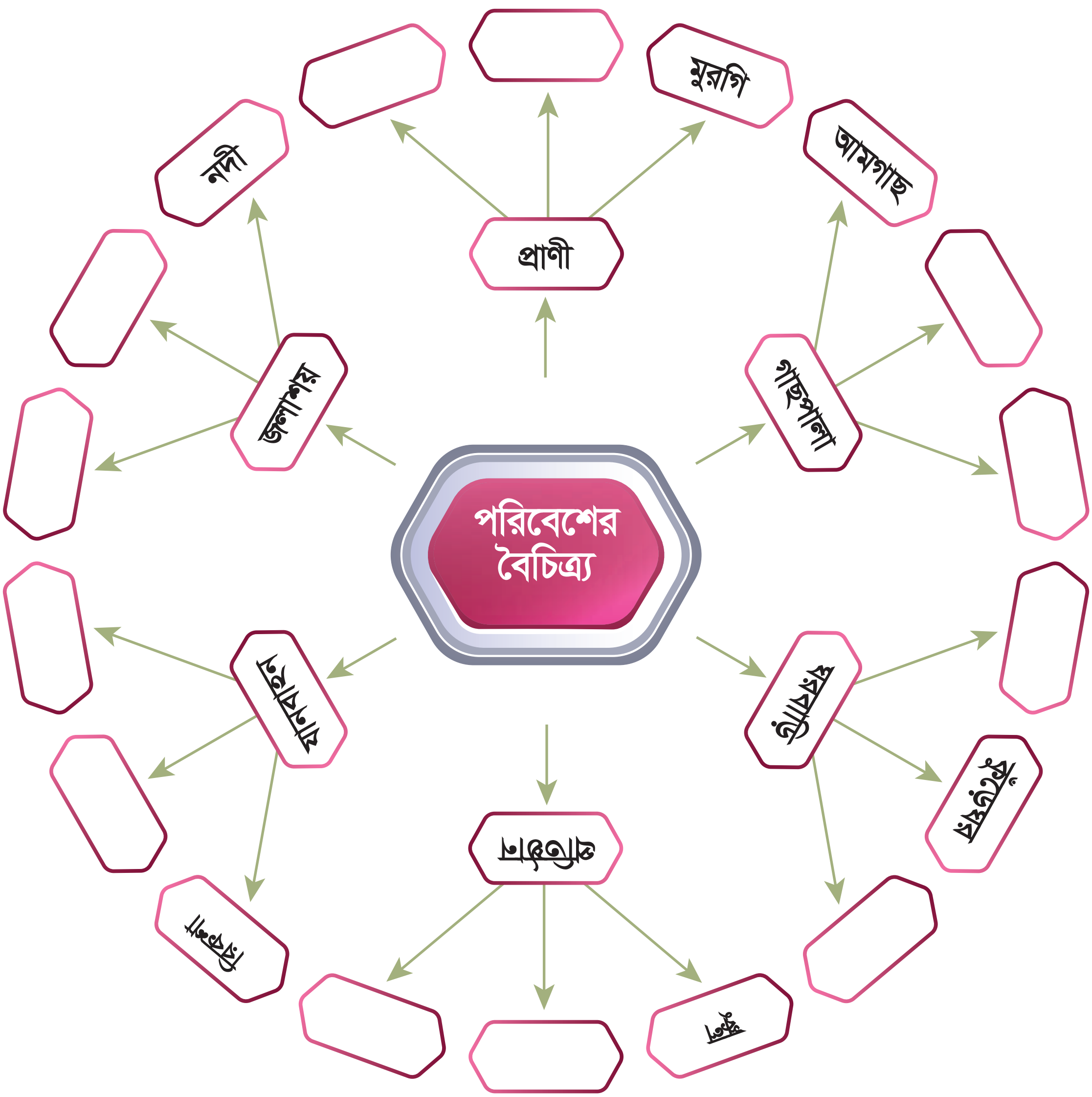

২ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের গুরুত্ব

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের ছকে তথ্য লিখি–

প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান	কীভাবে ব্যবহার করা হয়
নদী	নদী থেকে মাছ পাই; নদীতে নৌকা চলে
সমতল ভূমি	
রিকশা	
নৌকা	
গরু	
মুরগি	

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ফসল, ফলমূল ও শাকসবজি পাওয়া যায়। যেমন– গ্রীষ্মকালে আম, কাঁঠাল, বর্ষাকালে জামরুল, আমড়া ও শীতকালে কমলা, বরই ইত্যাদি পাওয়া যায়। কলা ও পেঁপে সারা বছর পাওয়া যায়। পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী পাওয়া যায়। পাহাড় ও বনভূমিতে থাকা গাছপালা আমাদেরকে কাঠ ও অক্সিজেন দেয়। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে আমরা নানা ফসল ফলাই। নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, খাল বিল থেকে মাছ পাই। এছাড়াও এগুলো যাতায়াত, মালামাল পরিবহণ ও সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়। পরিবেশের এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ উপাদান মিলিতভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও গোষ্ঠীর লোক মিলেমিশে বসবাস করে। এর ফলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে সড়কপথ, নৌপথ, রেলপথ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আমাদের জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের ন্যায় সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ) কোন ঋতুতে কোন ফল পাওয়া যায় তা নিচের শব্দ-ছক থেকে খুঁজে বের করে লিখি–

ব	আ	ম	র	ফ	ম
লি	চু	জ	ক	লা	ন
পেঁ	পে	ড়	ব	র	ই
ক	ম	লা	স	ই	ত
জা	ম	চ	কাঁ	ঠা	ল

গ্রীষ্ম ঋতু	শীত ঋতু	সকল ঋতু

গ) যানবাহনের ধরন অনুযায়ী নিচের ছকে গুরুত্ব লিখি–

যানবাহন	যানবাহনের গুরুত্ব
নৌকা	
রিকশা	
বাস	
ট্রাক	

ঘ) আমাদের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখি–

....

....

....

....

....

৩ পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি। কোন ছবিতে কী ঘটছে তা পাশের ঘরে লিখি–

২০২৪

মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যময় পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। এজন্য বাড়ির চারপাশ, বিদ্যালয়ের আঙিনা, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা সব সময় সচেষ্ট থাকব। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ ও ময়লা-আবর্জনা ফেলব।

গাছপালা আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়, কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখে। আমাদের বাড়ির চারপাশে, বিদ্যালয়ের আঙিনায়, রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি। এ কারণে গাছপালা ও পাহাড় ইচ্ছেমতো কাটা যাবে না। নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে ময়লা-আবর্জনা ফেলে ভরাট করা হলে জলজ প্রাণীর আবাসস্থল বিনষ্ট হয়, পরিবেশ দূষিত হয় এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়। পরিবেশের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব।

খ) পরিবেশের বৈচিত্র্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো নিচের চিত্রে লিখি–

গ) পরিবেশের বৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমার করণীয়গুলো নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	পরিবেশের বৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমার করণীয়
১.	
২.	
৩.	
৪.	

ঘ) নিচের ছবিগুলোতে কে কী করছে তা দেখি ও এক্ষেত্রে আমি কী করব তা পাশের খালি ঘরে লিখি–

অধ্যায় : ০২
আমরা সবাই মানুষ

১ মিলেমিশে থাকা

সমাজে বিভিন্ন পেশা

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালি

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জনগোষ্ঠী

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে তার আলোকে সমাজের সদস্যদের বিভিন্নতা নিচের ঘরে লিখি–

সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী

- বিভিন্ন পেশার মানুষ
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ
- বিভিন্ন ধর্মের মানুষ
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ

সমাজে আমাদের নিজের পরিবারের মতো আরও অনেক পরিবার মিলেমিশে বসবাস করে। এ পরিবারগুলো বিভিন্ন ধর্মের ও গোত্রের। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস দেশের বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সমাজে আছে নানা বয়সের মানুষ। নারী-পুরুষ সদস্যরা নানা পেশায় নিয়োজিত। আমরা যারা স্কুলে একসাথে পড়ি আমরাও কিন্তু সকলে একই রকম নই। আবার সকলে একই ধরনের খেলাও পছন্দ করি না। আমাদের সমাজে কিছু বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ রয়েছে। কেউ চোখে একটু কম দেখে, আবার কেউ কানে কম শোনে। কেউ সহজেই পড়া বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে সময় নেয়।

আমরা একে অন্যকে সহায়তা করব। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব। সকল পেশার প্রতি সম্মান দেখাব। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠী ও অন্যদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করব। শারীরিক গড়ন বা অক্ষমতা নিয়ে কারো প্রতি কটূক্তি করব না। বড়দেরকে সম্মান এবং ছোটোদেরকে স্নেহ করব। এভাবেই আমাদের মাঝে সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

খ) বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করি–

ক	আমাদের সমাজে আমরা ধনী-দরিদ্র	ক	বন্ধুদের সাথে আনন্দে মেতে ওঠে
খ	বাংলাদেশে বাঙালি এবং বিভিন্ন	খ	আমাদের সবাইকে শ্রদ্ধা করতে হবে
গ	মিলেমিশে থাকতে হলে	গ	একসাথে বাস করি
ঘ	বিভিন্ন উৎসবে শিশুরা	ঘ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাস করে

গ) পড়ি ও সম্প্রীতি রক্ষার উপায়সমূহের তালিকা তৈরি করি–

ক্রমিক নং	সম্প্রীতি রক্ষার উপায়
১	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে

ঘ) নিচের বাক্যগুলো পড়ি, কোন কাজগুলো করব ও কোনগুলো করব না তা শ্রেণিকরণ করি এবং সংশ্লিষ্ট নম্বরগুলো ছকে লিখি–

১নং ইহান একজন বয়স্ক লোককে রাস্তা পার হতে সহায়তা করছে।

২নং পরেশ তার সহপাঠীকে হুইল চেয়ারে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে।

৩নং আরিশা তার শিক্ষককে সালাম দিচ্ছে।

৪নং একজন সহপাঠী পড়ে গেছে, রনি পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলো।

৫নং মেহেদী, রিদিশা, সুবল, কেয়া মিলে বন্ধু পুলক চাকমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করছে।

৬নং কোনো একজন শিক্ষার্থীকে সহপাঠীরা তাদের সাথে খেলতে নেয় না।

৭নং নাজিফা একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবার দিচ্ছে।

৮নং অনেক সময় কেউ কেউ সহপাঠীদেরকে ব্যঙ্গ করে।

ছক

আমি যে কাজগুলো করব	আমি যে কাজগুলো করব না
১নং	৮নং

২০২৪

২ ছেলে মেয়ে সবাই সমান

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

ছবি-৫

ক) পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি, কোন কাজ ছেলেরা ও কোন কাজ মেয়েরা করছে তা নিচের ছকে লিখি-

ছেলে	মেয়ে
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

খ) ছবিগুলোর আলোকে কোন কাজ ছেলে ও মেয়ে উভয়ে করতে পারে তা নিচের ছকে লিখি–

উভয়েই করতে পারে
১.
২.
৩.
৪.

গ) পরিবার-১ ও পরিবার-২ সম্পর্কে পড়ি, কোন পরিবারে কে কী করছে তা বের করি। কোন পরিবার বেশি ভালো আছে এবং কেন তা লিখি–

পরিবার-১

সালাম মিয়া একজন কৃষক। মেহেদী ও তিশা তাঁর দুজন সন্তান। দুজনেই স্কুলে পড়ে। তিশা মাকে ঘর গোছানোর কাজে ও মেহেদী বাবার কাজে সহায়তা করে। আবার মেহেদী যখন মাকে সহায়তা করে তিশা তখন বাবাকে। হাঁস-মুরগির যত্ন নেয়া, গরু-ছাগল লালনপালন, রান্নায় মাকে সহায়তা সবকিছুই দুজনে মিলে করে। মা-বাবার কষ্ট অনেক কম হয়। পরিবারের সকল কাজ সহজেই হয়ে যায়। ফলে দুই ভাইবোন আনন্দের সাথে কাজগুলো করে। এতে ওদের পড়াশোনারও অসুবিধা হয় না।

পরিবার-২

হাসান আলী কৃষিকাজ করেন। তাঁর দুটি সন্তান। রনি ও সানজারা। দুজনেই স্কুলে পড়ে। সানজারা মাকে নানা কাজে সাহায্য করলেও রনি করে না। রনি মনে করে ওগুলো শুধু মেয়েদেরই কাজ। রনি যখন বাড়িতে থাকে তখন শুধু খেলাধুলা করে। বাবার কাজেও সাহায্য করে না। সানজারা একা মা ও বাবাকে সব সময় সাহায্য করতে পারে না। মা-বাবা দুজনকেই অনেক পরিশ্রম করতে হয়। পরিবারের কাজও সহজে হয় না। রনির চেয়ে সানজারাকে বেশি কাজ করতে হয়। তাতে সানজারার লেখাপড়ার অসুবিধা হয়।

পরিবার-১

কে কী করছে?

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

পরিবার-২

কে কী করছে?

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

কোন পরিবার বেশি ভালো আছে এবং কেন?

....

....

....

....

....

....

২০২৪

পরিবারে ছেলে ও মেয়ে সবাই বাস করে। সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ছেলে ও মেয়ে সকলেই বাসায় ও বাইরে কাজ করতে পারে। ছেলে ও মেয়ে সকলেরই সকল কাজ করার যোগ্যতা রয়েছে। বাসার কাজও ছেলে-মেয়ে সকলে মিলে করলে কাজ করা সহজ হয়। সকলে একসঙ্গে কাজ করলে পরিবার ও দেশের উন্নতি হয়। ছেলে-মেয়ে সকলের প্রতি আমাদের সম্মান দেখানো উচিৎ।

ঘ) নিচের কথাগুলো পড়ি, যে কথাগুলো সঠিক তার পাশে টিকচিহ্ন (√) ও যে কথাগুলো সঠিক নয় তার পাশে ক্রসচিহ্ন (×) দিই এবং এগুলোর মধ্যে আমি কোনগুলো করব তা নিচে লিখি–

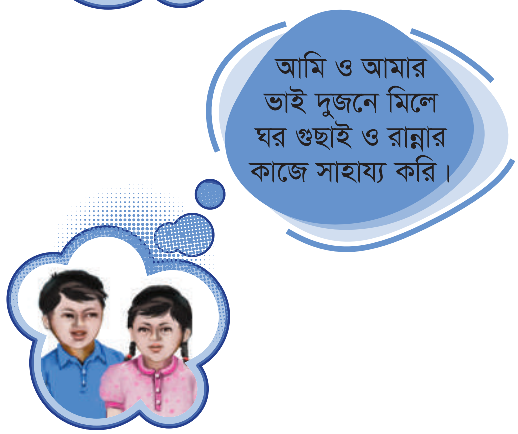

আমি যা করব :

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

২০২৪

অধ্যায় : ০৩

আমাদের জাতির পিতা

১ জাতির পিতার শৈশব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান; মায়ের নাম শেখ সায়েরা খাতুন। তাঁর ডাকনাম খোকা। মা-বাবার অনেক আদরের ছিলেন খোকা। টুঙ্গিপাড়ার বিস্তীর্ণ মাঠ, গাছপালা, খাল-বিল, পাখপাখালি ও নদীর সংস্পর্শে খোকার বেড়ে ওঠা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তখন তাঁর বয়স সাত বছর। এ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরবর্তী কালে বাবা তাঁকে নিজ কর্মস্থলের গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করান। শেখ মুজিবুর রহমান সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় কিছুদিনের জন্য তাঁর লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

২০২৪

শৈশবকাল থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দুরন্ত। দল বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দেয়া এবং মাঠে খেলা করা ছিল তাঁর খুব পছন্দের কাজ। তিনি খেলতেন, গাইতেনও। তাঁর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। তিনি নিজে ভালো ফুটবল খেলতেন। স্কুলে নিজের ফুটবল খেলার দলও ছিল। তিনি ছোটোবেলা থেকেই এ দেশের মানুষকে খুব ভালোবাসতেন।

এ দেশের মানুষের মুক্তিতে তাঁর অবদানের জন্য জনগণ ভালোবেসে তাঁকে উপাধি দেন 'বঙ্গবন্ধু'। সেই থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ক) নিচের ডান ও বাম পাশের তথ্যগুলো দাগ টেনে মিল করি–

শেখ মুজিবুর রহমানের ডাক নাম	ফুটবল
গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি	চতুর্থ শ্রেণি
বেরিবেরি রোগের কারণে	প্রথম শ্রেণি
গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি	ভলিবল
বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খেলা	খোকা
	লেখাপড়া কিছুকাল বন্ধ

খ) বাম পাশের বিষয় অনুযায়ী ডান পাশের খালি ঘরে তথ্য সংযোজন করি–

১৯২০ সাল	
সাত বছর বয়স	
জন্মস্থান	
চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি	
উপাধি	

গ) বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ি ও তথ্য সাজিয়ে জাতির পিতার শৈশব বৃক্ষ বানাই–

জাতির পিতার শৈশব

ঘ) জাতির পিতার শৈশব নিয়ে ৫টি বাক্য লিখি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

২ জাতির পিতার মানবিক গুণাবলি

সহপাঠী ও গ্রামের সমবয়সিদের সাথে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। যে কোনো কাজ ও খেলাধুলা সকলে মিলেমিশে করতেন। **০১**

বন্ধু বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যায় দেখে নিজের ছাতা দিয়ে দিলেন। **০২**

এক বন্ধুর ঘরে খাবার ছিল না। তাকে সাহায্য করতে হবে। মাকে বলে ঘর থেকে চাল নিয়ে বন্ধুকে দিলেন। **০৩**

শীতে খুব কষ্ট হচ্ছে দেখে এক বৃদ্ধকে নিজের চাদর দিয়ে দিলেন। **০৪**

শালিক, ময়না পুষতেন, তাদেরকে কথা বলা ও শিস দেয়া শেখাতেন। **০৫**

আমরা কি জানি উপরের বর্ণনাগুলো কার জীবনের? তিনি আর কেউ নন, আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ভালোবাসতেন বাংলার প্রকৃতি ও মানুষকে। তাইতো তিনি বাংলার মানুষের বন্ধু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ক) শিশু শেখ মুজিবুর রহমানের এ আচরণগুলোর ফলে মানুষের কী উপকার হয়েছিল? বর্ণনা অনুযায়ী লিখি–

ক্রমিক নং	উপকার
০১	
০২	
০৩	
০৪	
০৫	

২০২৪

খ) বর্ণনাগুলো থেকে জাতির পিতার মানবিক গুণাবলির তালিকা তৈরি করি–

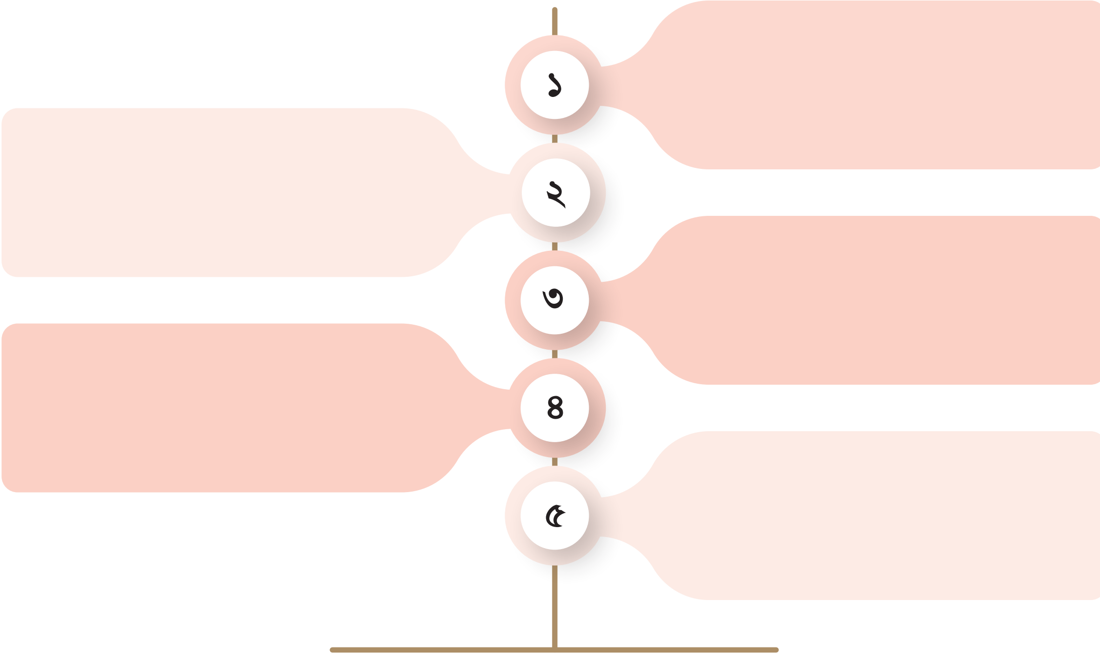

জাতির পিতার মানবিক গুনাবলী

গ) আমি নিজে এরূপ মানবিক আচরণ কীভাবে করব, নিচের চিত্রে তা লিখি–

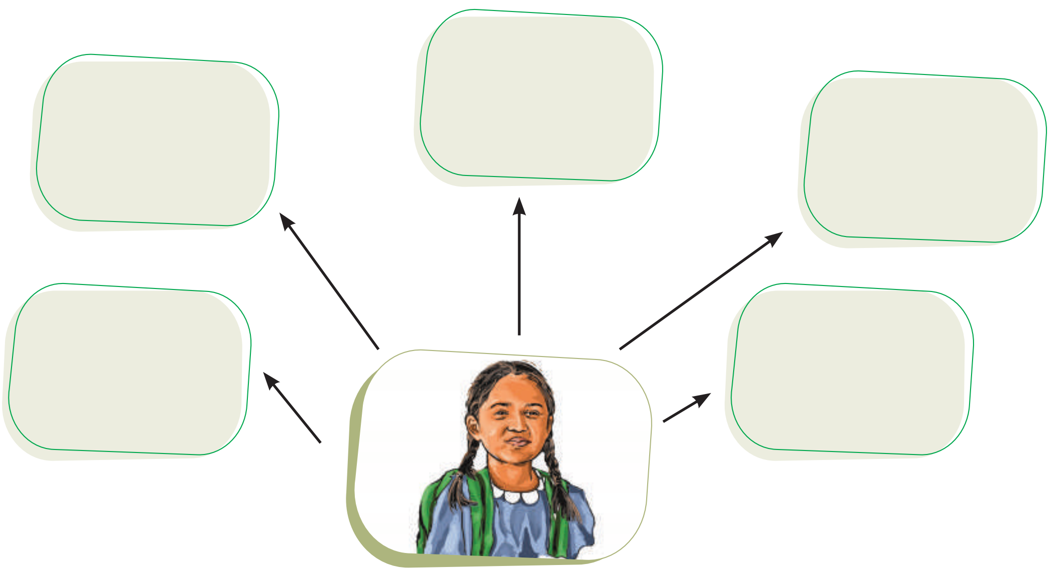

অধ্যায় : ০৪

আমাদের ইতিহাস

১ ভাষা আন্দোলন

ছবি-১ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৪৮

ছবি-২ ভাষা আন্দোলন ১৯৫২

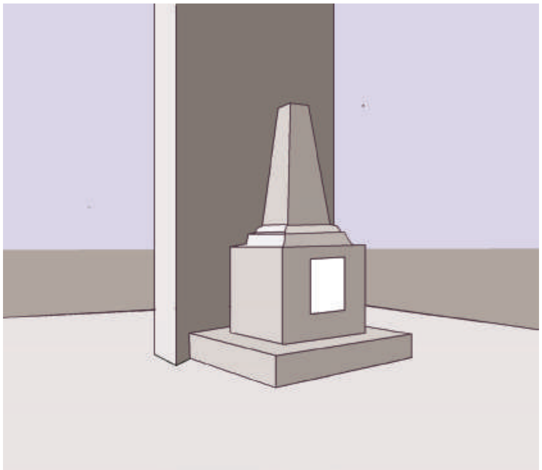

ছবি-৩ শহিদ মিনার ১৯৫২

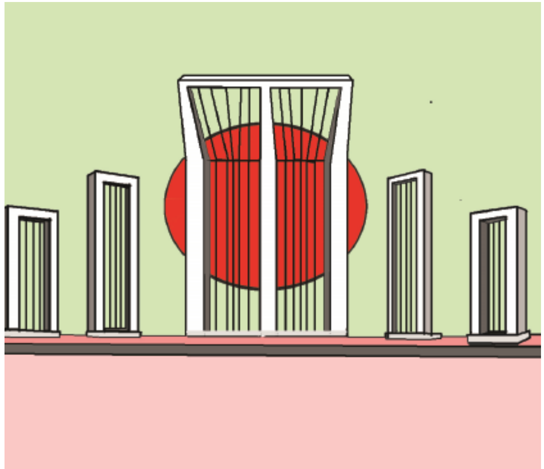

ছবি-৪ শহিদ মিনার ১৯৬৩

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের ছকে লিখি–

ছবিগুলো কীসের	১.
	২.
	৩.
	৪.
ঘটনাগুলো কখন ঘটেছিল	১.
	২.
	৩.
কেন ঘটেছিল	

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বেশিরভাগ লোকই বাঙালি। বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। তার কিছুদিন পরেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে এক সভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। ছাত্রসমাজ সরাসরি তার প্রতিবাদ করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়। দাবি একটাই–রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। ভাষার দাবিতে শহিদ হন বলে আমরা তাঁদেরকে ভাষাশহিদ বলি। শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁদের রক্তভেজা স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। পরে পাকিস্তানি পুলিশ ও সেনাবাহিনী সেটি ভেঙে ফেলে। ১৯৫৬ সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়।

খ) বিষয়বস্তু পড়ি ও কখন কী ঘটেছিল তা ধারাবাহিকভাবে সাজাই–

ভাষাশহিদ আবদুস সালাম ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ফেনী জেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে (বর্তমানে সালাম নগর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মুনশি আবদুল ফাজেল ও মা দৌলতের নেছা। ভাষাশহিদ আবুল বরকত ১৯২৭ সালের ১৩ই জুন ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম সামসুজ্জোহা এবং মা হাসিনা বিবি। ভাষাশহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ ১৯২৬ সালের ৩০শে অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ ও মা রাফিজা খাতুন। ভাষাশহিদ আবদুল জব্বার ১৯১৯ সালের ১০ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হাছেন আলী এবং মা সাফাতুন নেছা।

গ) ভাষাশহিদদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করি ও নিচের চিত্রে লিখি–

সালাম

জন্মস্থান :

জন্ম সাল :

মা :

বাবা :

রফিক

জন্মস্থান :

জন্ম সাল :

মা :

বাবা :

বরকত

জন্মস্থান :

জন্ম সাল :

মা :

বাবা :

জব্বার

জন্মস্থান :

জন্ম সাল :

মা :

বাবা :

ঘ) উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের যা যা অসুবিধা হতো তা নিচে লিখি–

২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

ছবি-১ প্রভাতফেরি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

ছবি-২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের ছকে বর্ণনা করি–

ছবিগুলো কীসের?	
অনুষ্ঠানগুলো কখন হয়?	
কোথায় ফুল দিচ্ছে?	
কেন ফুল দিচ্ছে?	

পূর্বের পাঠে জেনেছি যে, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। সেই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস। এ উপলক্ষ্যে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচনা করেন একুশের গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। ভাষাশহিদদের স্মরণে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ছোটো বড়ো শহিদ মিনার রয়েছে।

১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশের উদ্যোগে শহিদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বিশ্বব্যাপী ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এটি আমাদের গর্বের বিষয়। আমরা জাতীয়ভাবে পালন করি 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মাতৃভাষা চর্চা ও তাকে রক্ষা করতে শিখিয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ দিবস মানুষের মধ্যে পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে।

আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি উদ্‌যাপন করি। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা খালি পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরিতে যাই। প্রভাতফেরিতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি গাই। শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই ভাষাশহিদদের। এ দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। আমরা ভাষাশহিদদের অবদান চিরদিন মনে রাখব।

খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কিত তথ্য নিচের চিত্রের খালি ঘরে লিখি–

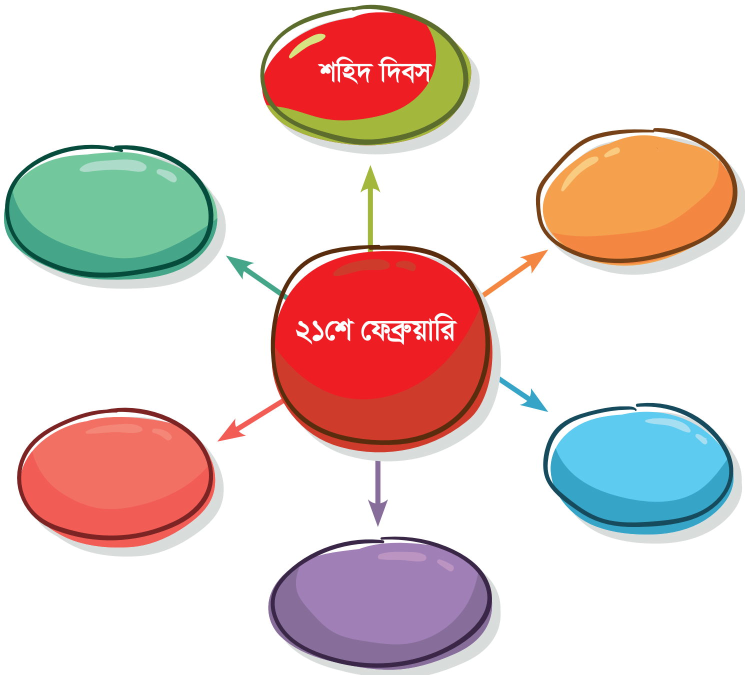

গ) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনটি বাক্য তৈরি করি–

১.	
২.	
৩.	

ঘ) বিদ্যালয়ে প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ভূমিকাভিনয় করি।

৩ আমাদের স্বাধীনতা দিবস

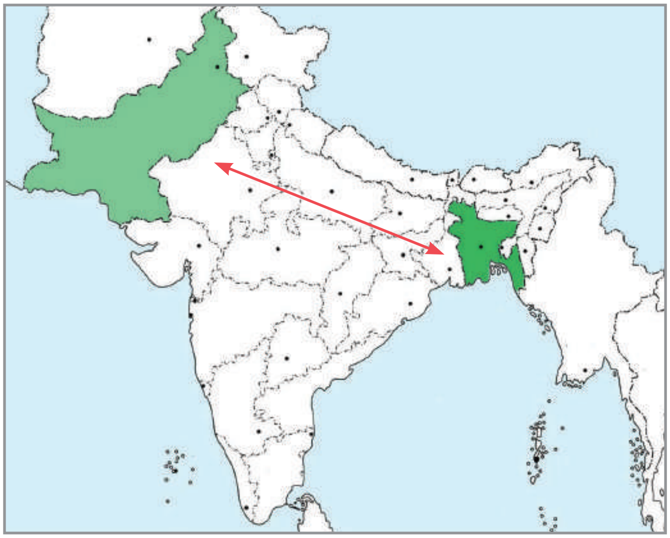

ক) মানচিত্রে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এবং পাকিস্তান (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) চিহ্নিত করি–

ছবি-১ ৭ই মার্চ ১৯৭১ সাল

ছবি-২ ২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ সাল

২০২৪

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার ১নং ও ২নং ছবি পর্যবেক্ষণ করি ও কোন ছবিতে কী হচ্ছে তা বলি–

ছবি-১	ছবি-২
কে বক্তৃতা করছেন?	কী ঘটেছে?
....	....
....	....
....	....
কখন করছেন?	কখন ঘটেছে?
....	....
....	....
....	....

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের শোষণ করতে থাকে। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এ ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর সদস্য ও সাধারণ জনগণকে। এটিই ইতিহাসে কালরাত হিসেবে পরিচিত।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর পরেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধ নামেও খ্যাত। ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে এ দিবসটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। শহিদদের স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। যথাযথ মর্যাদায় আমরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করি। এ দিবসে আমরা স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমাদের বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে আমরা সকলে অংশগ্রহণ করি।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বাংলার জনগণের এ ত্যাগ দেশকে ভালোবাসতে শেখায়।

খ) নিচের ছকে সময় অনুযায়ী বক্সে প্রদত্ত ঘটনা সাজাই–

স্বাধীনতার ঘোষণা, কালরাত, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, বাঙালিদেরকে শোষণ করা

সময়	ঘটনা
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর	
৭ই মার্চ ১৯৭১	
২৫শে মার্চ ১৯৭১	
২৬শে মার্চ ১৯৭১	

গ) স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখি–

১. ....

২. ....

৩. ....

ঘ) আগামী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে কী কী করতে চাই তার একটি তালিকা তৈরি করি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

৯. ....

১০. ....

৪ আমাদের বিজয় দিবস

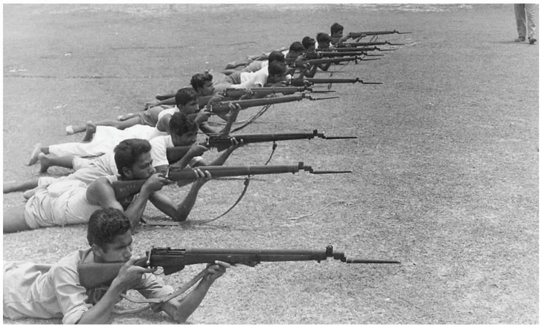

ছবি-১ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মুক্তিবাহিনী

ছবি-২ মুক্তিযুদ্ধরত মুক্তিবাহিনী

ছবি-৩ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

ছবি-৪ মুক্তিবাহিনী ও জনগণের বিজয় আনন্দ

ক) ছবি দেখি, বলি ও নিচের ছকে লিখি–

ছবি-১

কীসের ছবি :

ছবিতে কী ঘটছে :

কেন এটি ঘটছে :

কীসের ছবি :	**ছবি-২**
ছবিতে কী ঘটছে :	
কেন এটি ঘটছে :	

কীসের ছবি :	**ছবি-৩**
ছবিতে কী ঘটছে :	
কেন এটি ঘটছে :	

কীসের ছবি :	**ছবি-৪**
ছবিতে কী ঘটছে :	
কেন এটি ঘটছে :	

১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ গঠন করা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হয় রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গঠন করা হয় 'মুক্তিবাহিনী'। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন সকল শ্রেণি পেশার মানুষ।

পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদরের হাতে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। অসংখ্য মানুষ হন পঙ্গু। ঘরবাড়ি হারান অনেকেই। তারপরও অসীম সাহসে নির্ভীক বাঙালি যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ভারতসহ কিছু বন্ধুরাষ্ট্র আমাদেরকে সহযোগিতা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলে প্রায় নয় মাস। পাকিস্তানি বাহিনী হার মানতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আমরা বিজয় অর্জন করি। বিজয়ের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন দেশ, একটি মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও আমাদের অধিকার। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

আমরা প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদায় বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করি। জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই বীর শহিদদের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের। দিবসটি উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখি।

খ) বাম পাশের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তথ্য সংযোজন করি–

বিষয়বস্তু	তথ্য লিখি
প্রথম অস্থায়ী সরকার	
অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি	
মুক্তিবাহিনী	
রাজাকার-আলবদর	
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল	
১৬ই ডিসেম্বর	

গ) বইয়ে লেখাটুকু পড়ে আমাদের বিজয় অর্জনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিচের সম্পর্ক চিত্রে লিখি–

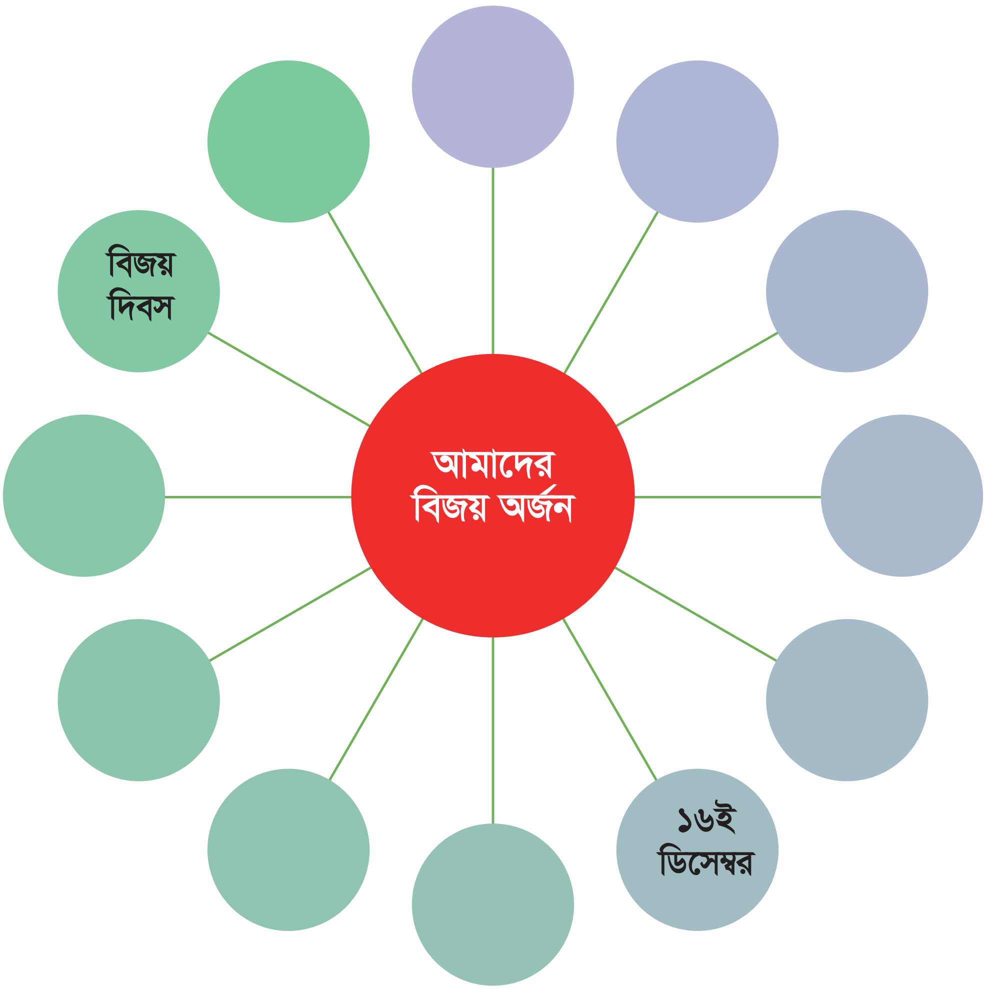

ঘ) বিজয় দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে ৩টি বাক্য তৈরি করি–

১.	
২.	
৩.	

ঙ) আগামী বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে কী কী করতে চাই তার একটি তালিকা তৈরি করি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

৯. ....

১০. ....

অধ্যায় : ০৫

আমাদের সংস্কৃতি

১ আমাদের ভাষা, খাবার ও পোশাক

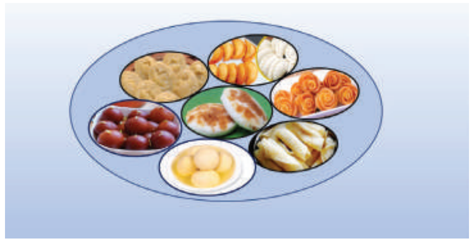

কোন ভাষার কথা বলা হয়েছে :

....

খাবারের নামগুলো লিখি :

....

পুরুষের পোশাকের নাম : ....

নারীদের পোশাকের নাম : ....

উপরের ছবিগুলো হতে আমরা জানলাম, আমাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। জীবনধারণের জন্য আমরা খাবার খেয়ে থাকি এবং সামাজিক জীব হিসেবে পোশাক পরিধান করে থাকি। মানুষের ব্যবহৃত ভাষা, খাবার, পোশাক মিলে সংস্কৃতি তৈরি হয়। সংস্কৃতির আরও উপাদান রয়েছে যেমন নৃত্য, সংগীত, উৎসব ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানব।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা এ ভাষাতেই পড়ি, লিখি এবং কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করি। বাংলাদেশের মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বললেও এ ভাষার রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। এছাড়াও বাংলা ভাষার পাশাপাশি এদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু ভাষা রয়েছে। বিশ্বের মাতৃভাষায় কথা বলা জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা ভাষা পঞ্চম। মাতৃভাষার জন্য এদেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছে। ভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো খাদ্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা ভাত, মাছ, মাংস, ভর্তা, সবজি, ডাল ইত্যাদি খাবার খেয়ে থাকি। এছাড়া বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে পোলাও, কোর্মা, বিরিয়ানি, রোস্ট এবং বিভিন্ন ধরনের মাংস ও মাছের পদ পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন– ফিরনি, সেমাই, দই, মিষ্টি ও নানা রকমের পিঠা। আমাদের দেশের উল্লেখযোগ্য পিঠাগুলো হচ্ছে চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা, দুধ চিতই, পুলি পিঠা, পাটিসাপটা, পাকন পিঠা, পানতোয়া, মালপোয়া, কুলশি, কাটা পিঠা, কলা পিঠা, নারকেল পিঠা, নারকেলের ভাজা পুলি, তেলের পিঠা, সেমাই পিঠা প্রভৃতি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ কিছু ঐতিহ্যগত খাবারও গ্রহণ করেন যেমন– নাপ্পি, লাসৌ, থাংরো, শিংজু ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মানুষ নানা রকমের পোশাক পরে। পুরুষদের পোশাকগুলোর মধ্যে লুঙ্গি, গেঞ্জি, ফতুয়া, পাজামা, পাঞ্জাবি, ধুতি অন্যতম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য পোশাকগুলো হলো শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, সোয়েটার, জ্যাকেট ইত্যাদি। নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হচ্ছে শাড়ি। তাছাড়া অনেকে সালোয়ার, কামিজ, ফ্রক, স্কার্ট, বোরকা, হিজাব ইত্যাদি পোশাক পরেন। শিশুদের মধ্যে ছেলেরা সাধারণত গেঞ্জি, হাফপ্যান্ট, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জ্যাকেট ইত্যাদি পোশাক পরে; আর মেয়েরা ফ্রক, সালোয়ার, কামিজ, স্কার্ট, কার্ডিগান ইত্যাদি পোশাক পরে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণ কিছু ঐতিহ্যগত পোশাকও পরিধান করেন যেমন– পিনন, হাদি, থামি, আঙ্গি, দকবান্দা, দকসারি ইত্যাদি। বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর ভাষা, খাবার ও পোশাকের বৈচিত্র্য এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সংস্কৃতির উপাদানগুলো খুঁজে নিচের বক্সে তা লিখি–

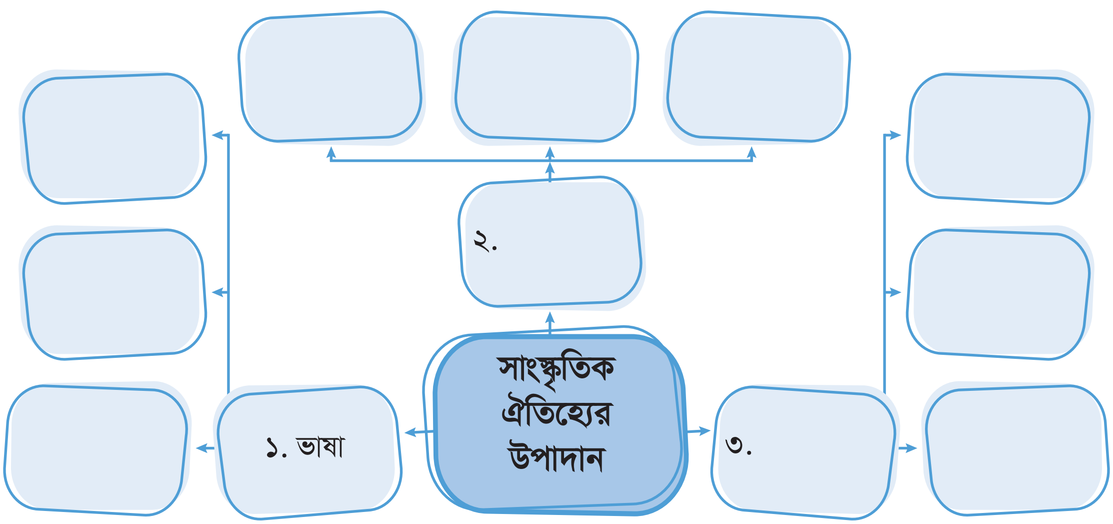

খ) পরিবারে আমরা কী কী ধরনের পোশাক পরি ও খাবার খাই তার তালিকা করি–

পোশাক

১. ____________________
২. ____________________
৩. ____________________
৪. ____________________
৫. ____________________

খাবার

১. ____________________
২. ____________________
৩. ____________________
৪. ____________________
৫. ____________________

গ) শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাই–

বাংলা	ভাষা	নাপ্পি	পোশাক সম্পর্কিত

১. যোগাযোগে ব্যবহৃত সাংস্কৃতিক উপাদান -------------------------------- ।

২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার নাম -- ।

৩. বাংলাদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী খাবার ------------------ ।

৪. শাড়ি ও পাঞ্জাবি ------------------------------------ সাংস্কৃতিক উপাদান।

ঘ) আমি বিবাহ, জন্মদিন, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। সেগুলোতে লোকজন কী কী পোশাক পরে এসেছিল এবং কী কী খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল তার একটি তালিকা তৈরি করি–

লোকজনের পরিধেয় পোশাকের নাম	পরিবেশিত খাবারের নাম

২ আমাদের সংগীত, নৃত্য ও উৎসব অনুষ্ঠান

কী করছে?

....

কী করছে?

....

কী অনুষ্ঠানের ছবি?

....

কী অনুষ্ঠানের ছবি?

....

সংগীত

সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগীত। বাংলাদেশে নানা ধরনের সংগীত রয়েছে। যেমন– বাউল, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি, ভাওয়াইয়া, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান ইত্যাদি। ফকির লালন শাহের লালনগীতি এবং হাসন রাজার গানও খুব জনপ্রিয়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত আঞ্চলিক গান আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার সংগীতও খুব জনপ্রিয়।

নৃত্য

আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান হচ্ছে নৃত্য। আমাদের দেশে নানা ধরনের নৃত্য প্রচলিত রয়েছে। যেমন– লোকনৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব নৃত্য, ইত্যাদি।

লোকনৃত্য হচ্ছে কোনো একটি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য। যেমন– ধামাইল, জারি গানের সঙ্গে নাচ, সারি গানের সঙ্গে নাচ, সাপুড়ে নাচ।

সৃজনশীল নৃত্য হচ্ছে নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, আধুনিক গান, দেশাত্মবোধক গানকে ভিত্তি করে পরিবেশিত নৃত্য।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জুম নৃত্য, থালা নৃত্য, বাঁশ নৃত্য, ছাতা নৃত্য খুবই চমৎকার। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, বাদ্যযন্ত্র ও গানের সাথে তারা কখনো একত্রে, আবার কখনো এককভাবে নাচে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাচ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে কত্থক নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য বেশ সমৃদ্ধ।

উৎসব

বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হচ্ছে বাংলা নববর্ষ। বাংলা বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখ এ উৎসবটি পালিত হয়। এছাড়া রয়েছে নবান্ন উৎসব। কৃষকের ঘরে নতুন ফসল তোলা উপলক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। ঘরে ঘরে পিঠা, পায়েস ইত্যাদি রান্না করা হয়। বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল আযহা। হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা, স্বরস্বতী পূজা। গৌতম বুদ্ধের জন্ম দিন উপলক্ষে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধপূর্ণিমা পালন করে থাকে। খ্রিষ্টানগণ ২৫ ডিসেম্বর যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন বড় দিন হিসেবে পালন করে থাকে। এসব ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের সকলের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

ক) অনুচ্ছেদ পড়ে যেসব সংগীত, নৃত্য ও উৎসবের নাম জেনেছি তার তালিকা করি–

সংগীত

নৃত্য

উৎসব

খ) শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাই-

বাংলা নববর্ষ	বুদ্ধপূর্ণিমা	লালনগীতি	লোকনৃত্য

১. ফকির লালন শাহ -- গান গাইতেন।

২. একটি জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ নৃত্য হচ্ছে ---------------------------- ।

৩. বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক উৎসব হচ্ছে -- ।

৪. গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে পালন করা হয় -- ।

গ) বাম পাশের শব্দ/বাক্যাংশের সাথে মিল রেখে ডানপাশের উপযুক্ত শব্দ/বাক্যাংশ দাগ টেনে মিল করি–

সাপুড়ে নাচ	নবান্ন উৎসব
ভাটিয়ালি	লোকনৃত্য
নতুন ফসল তোলা উৎসব	সংগীত
বড়দিন	উৎসব

গ) মনে করি আমি পহেলা বৈশাখ বা অন্য কোনো একটি উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। অনুষ্ঠানে আমি কী কী দেখেছি বা কী কী কাজ করেছি তার একটি তালিকা তৈরি করি।

উৎসব অনুষ্ঠানের নাম

০১	
০২	
০৩	
০৪	

অধ্যায় : ০৬

মহাদেশ ও মহাসাগর

১ মহাদেশ

আমরা পৃথিবীতে বসবাস করি। পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। এটি দেখতে গোলাকার, তবে উত্তর ও দক্ষিণে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জলভাগ। স্থলভাগ সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়, পর্বত ও মরুভূমি নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ স্থলভাগ।

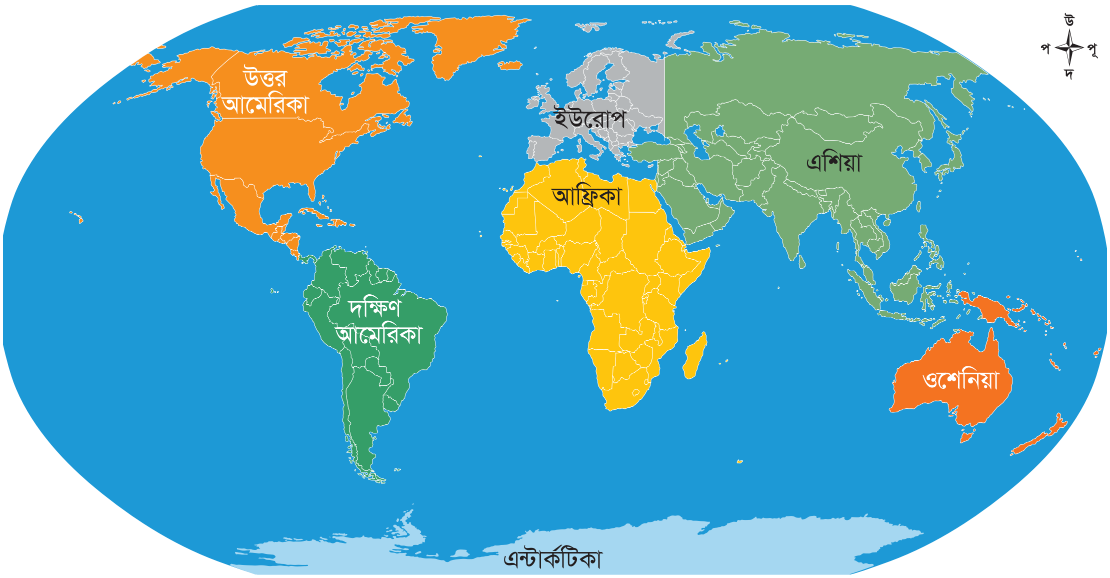

বিশ্ব মানচিত্রে মহাদেশ

পৃথিবীর স্থলভাগকে সাতটি মহাদেশে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি মহাদেশে রয়েছে অনেক দেশ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ হলো এশিয়া। সবচেয়ে ছোটো মহাদেশ হলো অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া।

২০২৪

ক) মানচিত্রে স্থলভাগ চিহ্নিত করি এবং পূর্বের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্রে মহাদেশ খুঁজে বের করে নিচে লিখি–

খ) মানচিত্র দেখে মহাদেশের নাম লিখি–

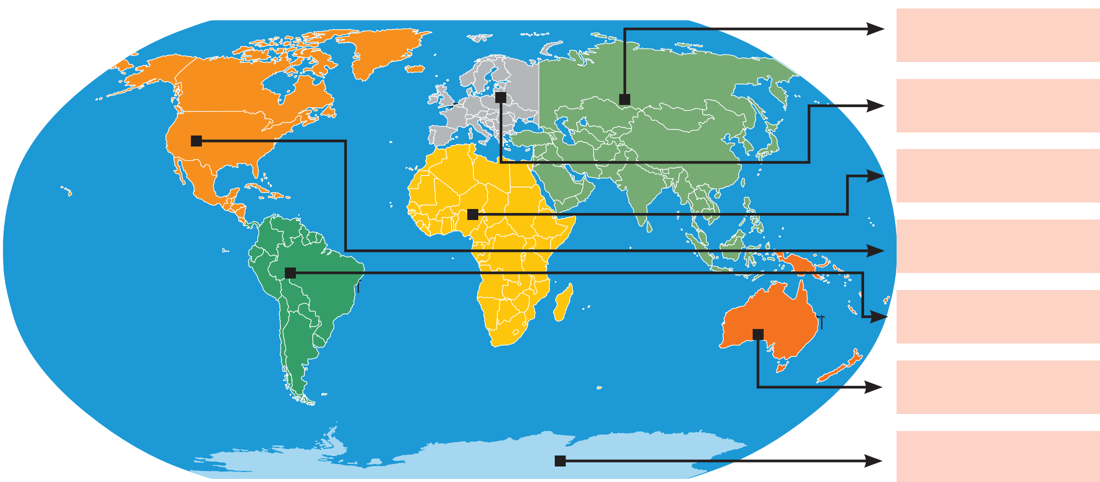

গ) মহাদেশগুলো ভিন্ন ভিন্ন রং করি ও নাম লিখি–

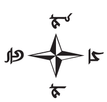

২ মহাসাগর

পৃথিবীর তিন ভাগ জলভাগ। জলভাগ নদী, সাগর ও মহাসাগর নিয়ে গঠিত। স্থলভাগের চারপাশে আছে বিশাল লবণাক্ত জলরাশি। এই লবণাক্ত জলরাশিই মহাসাগর। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড়ো এবং আর্কটিক মহাসাগর সবচেয়ে ছোটো।

বিশ্ব মানচিত্রে মহাসাগর

ক) মানচিত্রে জলভাগ চিহ্নিত করি এবং উপরের মানচিত্রে মহাসাগর খুঁজে বের করে নিচে লিখি–

খ) পূর্বের পৃষ্ঠার মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের ছকে তথ্য লিখি–

	মহাসাগরের নাম
এশিয়া ও ইউরোপের উপরে অবস্থিত মহাসাগর	
এশিয়ার নিচে অবস্থিত মহাসাগর	
দক্ষিণ আমেরিকার বামে অবস্থিত মহাসাগর	
সবচেয়ে বড়ো মহাসাগর	
সবচেয়ে ছোটো মহাসাগর	

গ) নিচে দেওয়া তালিকা থেকে মহাদেশ ও মহাসাগরের নাম খুঁজে বের করে ছকে তালিকা তৈরি করি–

এন্টার্কটিকা, প্রশান্ত, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আটলান্টিক, এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ

মহাদেশ	মহাসাগর

ঘ) জলভাগ নীল রং করি এবং মহাসাগরগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করে নাম লিখি–

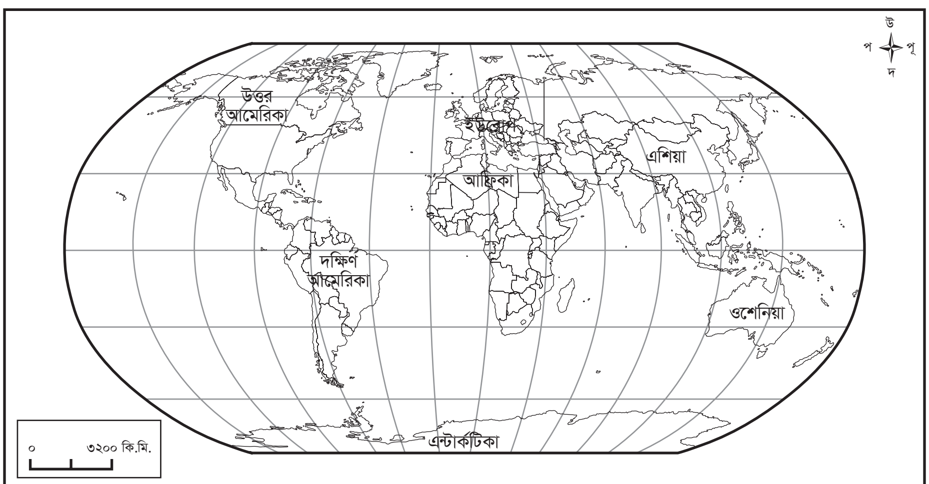

৩ মহাদেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

পৃথিবীর মহাদেশগুলোর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য :

এশিয়া মহাদেশ

◊ এশিয়া সবচেয়ে বড়ো মহাদেশ।

◊ পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এখানে অবস্থিত।

এশিয়া

মাউন্ট এভারেস্ট

আফ্রিকা মহাদেশ

◊ আফ্রিকা দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।

◊ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাহারা মরুভূমি এখানে অবস্থিত।

আফ্রিকা

সাহারা মরুভূমি

উত্তর আমেরিকা মহাদেশ

◊ উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ।

◊ এ মহাদেশের বরফ ঢাকা উত্তর মেরু অঞ্চলে এস্কিমোরা বাস করে। তাদের ঘর বরফে তৈরি।

উত্তর আমেরিকা

এস্কিমো

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ

◊ দক্ষিণ আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ।

◊ পৃথিবীর বৃহদাকার সাপ এনাকোন্ডা এখানে বাস করে।

দক্ষিণ আমেরিকা

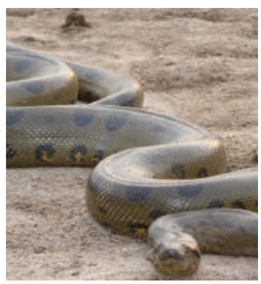

এনাকোন্ডা

এন্টার্কটিকা মহাদেশ

◊ আয়তনে মহাদেশগুলোর মধ্যে এন্টার্কটিকা পঞ্চম।
◊ এন্টার্কটিকা মহাদেশ সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে।
◊ পেঙ্গুইন এ মহাদেশের বিখ্যাত পাখি।

এন্টার্কটিকা

পেঙ্গুইন

ইউরোপ মহাদেশ

◊ মহদেশগুলোর মধ্যে ইউরোপ মহাদেশ আয়তনের দিক দিয়ে ষষ্ঠ।
◊ পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো দেশ ভ্যাটিকানসিটি এ মহাদেশে অবস্থিত।
◊ ইউরোপের উত্তর অঞ্চলে ঠান্ডা অনেক বেশি।

ইউরোপ

স্কিয়িং

অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া মহাদেশ

◊ সবচেয়ে ছোটো মহাদেশ হলো অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া।
◊ এটি দ্বীপ মহাদেশ নামেও পরিচিত।
◊ ক্যাঙ্গারু এ মহাদেশের পরিচয় বহন করে।

অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া

ক্যাঙ্গারু

ক) উপরের বিষয়বস্তু পড়ি ও আয়তন অনুযায়ী মহাদেশগুলো ছোটো থেকে বড়ো ক্রমানুসারে সাজাই–

খ) মহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিচের ছকে মহাদেশের নাম লিখি–

মহাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য	মহাদেশের নাম
উত্তর অঞ্চলে ঠান্ডা অনেক বেশি	
পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট	
ক্যাঙ্গারুর আবাসভূমি	
এনাকোন্ডা পাওয়া যায়	
পেঙ্গুইনের বসবাস	
এস্কিমোরা বাস করে	
সাহারা মরুভূমি	

৪ এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ

এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের নিচের দিকে সবুজ রং করা একটি দেশ দেখতে পাচ্ছি। দেশটি হলো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

ক) এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করি–

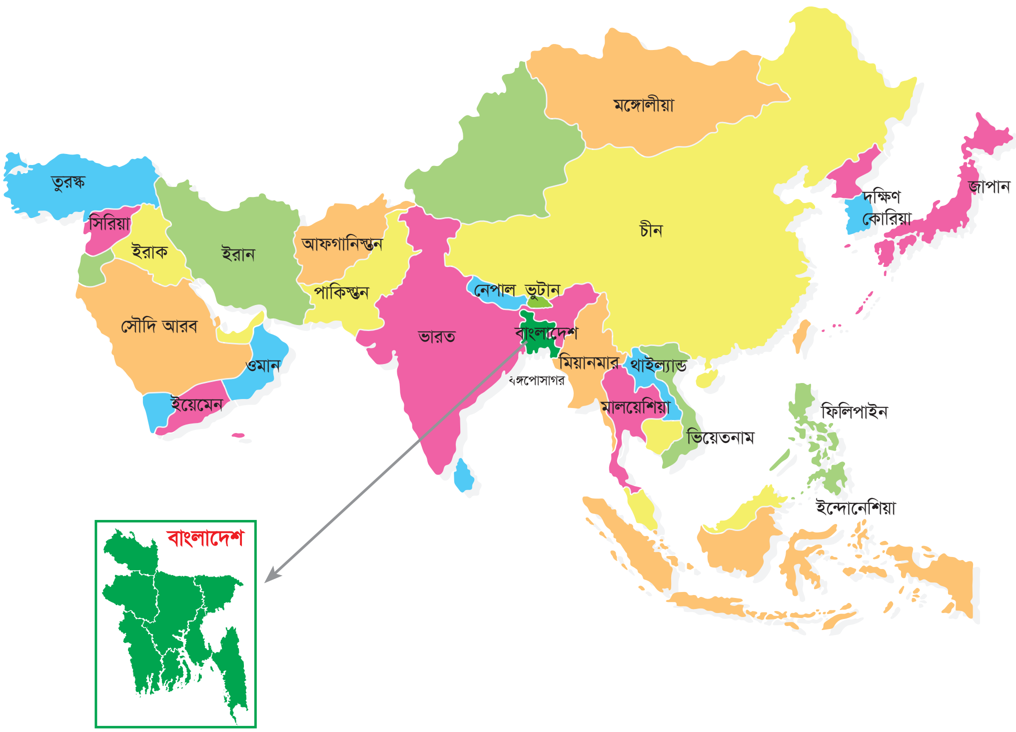

খ) মানচিত্র দেখে বাংলাদেশের কোন দিকে কোন দেশ ও কোন জলভাগ অবস্থিত তা নিচের ছকে লিখি–

	দিক	দেশ ও জলভাগের নাম
বাংলাদেশ	উপর দিক (উত্তর)	
	নিচের দিক (দক্ষিণ)	
	ডান দিক (পূর্ব)	
	বাম দিক (পশ্চিম)	

২০২৪

গ) এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান চিহ্নিত করি ও রং করি–

২০২৪

অধ্যায় : ০৭

পরিবার ও বিদ্যালয়ে শিশুর ভূমিকা

১ পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য

ছবি-১

ছবি-২

ক) উপরের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি–

(১) ১নং ছবিতে কে, কী করছে?

(২) কেন করছে?

(৩) ২নং ছবিতে কে, কী করছে?

(৪) কেন করছে?

সাধারণত মা, বাবা ও ভাইবোন নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। এছাড়াও যৌথ পরিবারে চাচা, চাচি, ফুপু এবং চাচাতো ভাইবোনও থাকে। অনেক পরিবারে দাদা, দাদি কিংবা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও রয়েছেন। পরিবারে ভাইবোনদের মধ্যে কেউ আমাদের চেয়ে ছোটো, আবার কেউ বড়ো। পরিবারের বড়ো সদস্যগণ আমাদেরকে লালনপালন করেন, আদর স্নেহ করেন এবং যত্ন নেন। আবার পরিবারের ছোটো সদস্যরা আমাদেরকে ভালোবাসে, সম্মান করে।

পরিবারের ছোটো এবং বড়ো সকল সদস্য আমাদের ভালোবাসা, স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের প্রতিও আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। পরিবারের বড়ো সদস্যগণের আদেশ ও নির্দেশ আমরা মেনে চলব। তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করব। পরিবারের কাজে তাঁদেরকে সাধ্যমত সাহায্য করব। অন্যদিকে পরিবারের ছোটোদেরকে আমরা ভালোবাসব ও স্নেহ করব। তাদেরকে খেতে সাহায্য করব। খেলতে নিয়ে যাব। সব সময় তাদের দিকে লক্ষ রাখব, যাতে তারা কোনো রকম সমস্যায় না পড়ে। এছাড়াও পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাদেরকে সেবা করব।

খ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে পরিবারের ছোটোদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিচের ছকে লিখি–

ছোটোদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১.	
২.	
৩.	

গ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে পরিবারের বড়োদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নিচের ছকে লিখি–

বড়োদের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১.	
২.	
৩.	

ঘ) পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমি কেন দায়িত্ব পালন করতে চাই, তা লিখি–

১.	
২.	
৩.	

২ প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি–

(১) ছবিতে বৃদ্ধা মহিলা কী করছেন?

(২) মেয়েশিশুটি কী করছে?

(৩) ছেলেশিশুটি কী করছে?

(৪) বৃদ্ধা মহিলার সাথে ছেলে এবং মেয়েটির সম্পর্ক কী হতে পারে?

অনেক পরিবারে দাদা, দাদি, নানা-নানি কিংবা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি রয়েছেন। পরিবারের এসব প্রবীণ সদস্য আমাদের নিকট পরম শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীয় ব্যক্তি। এঁরা আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেন।

তাঁরা আমাদেরকে যত্নসহকারে লালনপালন করেছেন। আদরস্নেহ করেছেন। তাই আমরা তাঁদের নিকট কতজ্ঞ। তাঁদের কেউ কেউ বয়সের কারণে অনেক দুর্বল। তাঁরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। অনেকে অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের কাজকর্মগুলোও করতে পারেন না। তাঁরা অনেক সময় নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। তাই তাঁদেরকে ভালোবাসতে হবে, সঙ্গ দিতে হবে, গল্প করতে হবে এবং বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে এবং তাঁদের উপদেশ মেনে চলতে হবে।

২০২৪

খ) উপরের পাঠ্যাংশটুকু পড়ে আমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের প্রয়োজনগুলো লিখি–

১.	
২.	
৩.	

গ) আমি আমার পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের প্রতি কী কী দায়িত্ব পালন করতে চাই, তা নিচের ছকে লিখি–

১.	
২.	
৩.	

ঘ) পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের প্রতি আমাদের কেন দায়িত্ব পালন করা উচিত তা নিচের ছকে লিখি–

১.	
২.	
৩.	

৩ পরিবারের সুরক্ষা

ক) উপরের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে কী দুর্ঘটনা ঘটেছে তা বলি। পরিবারে আর কী কী নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	নিরাপত্তা ঝুঁকি

পরিবার আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তবে বিভিন্ন কারণে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। পরিবারের কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে। বাড়িতে চুরি বা ডাকাতিও হতে পারে।

আমাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা রয়েছে যেমন– হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বাড়িতে আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড তা নেভাতে সাহায্য করে। পুলিশ চোর, ডাকাত ধরে ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে আমাদের সুরক্ষা দেয়।

আমাদের প্রতিবেশীরা সবচেয়ে কাছে থাকেন বলে যে কোনো বিপদ-আপদে তাঁরা সবার আগে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। বিপদে তাদেরকে সবার আগে জানাতে হয়। এর পাশাপাশি কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সাহায্যের জন্য তা নির্দিষ্ট সংস্থাকে জানাতে হয়। এজন্য কোন সংস্থা কোন সেবা দেয় এবং কীভাবে সেসব সেবা গ্রহণ করা যায়, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। সংস্থাগুলোর সাহায্য গ্রহণের জন্য দ্রুত যোগাযোগ করার কিছু হেল্পলাইন নম্বর/হটলাইন ফোন নম্বর আছে। ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশি সেবা পেতে জাতীয় হেল্প ডেস্ক হিসেবে '৯৯৯' চালু করা হয়েছে। এ নম্বরে যে কোনো দিন যে কোনো সময় সেবার জন্য বিনা খরচে ফোন করা যায়। ফোন করার সময় বাড়ির ঠিকানা এবং প্রয়োজন সম্পর্কিত তথ্য দিতে হয়। এ হেল্পডেস্ক নির্দিষ্ট সেবাদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করে। ফোন করা ছাড়াও নির্দিষ্ট সংস্থার দপ্তরে সরাসরি গিয়ে যোগাযোগ করা যায়।

খ) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পরিবারের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা এবং সেসব সংস্থা থেকে যেসব সেবা পেতে পারি তা নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	সেবাদানকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	কী ধরনের সেবা প্রদান করে
১		
২		
৩		

গ) সেবাদানকারী সংস্থার সেবা পাওয়ার জন্য কী করা যায় তা নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	যোগাযোগের উপায়	কী তথ্য জানাব
১		
২		

ঘ) বাড়িতে কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিবেশীর সাহায্য পাওয়ার জন্য করণীয় কাজ অভিনয় করে দেখাই।

৪ পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় আমি

ক) উপরের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলি–

(১) এগুলো কীসের ছবি?
(২) এখানে কাদের দেখা যাচ্ছে?
(৩) তারা কী করছে?
(৪) এর ফলে কী হতে পারে?

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সবারই পছন্দ। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অনেক সুফল রয়েছে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখতে সুন্দর, তাতে মশা-মাছি জন্মে না, ধুলোবালি জমে না, রোগজীবাণু জন্মে না, দুর্গন্ধ ছড়ায় না। এজন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ স্বাস্থ্যকর।

আমাদের নিজ বাড়ির আশপাশে অবস্থিত অন্যান্য বাড়িঘর, পাড়া-প্রতিবেশী, গাছপালা, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত হয় আমাদের নিকট পরিবেশ। এ নিকট পরিবেশেই আমাদের বসবাস। অন্যদিকে দিনের একটা বড়ো সময় আমরা বিদ্যালয়ে অবস্থান করি। তাই নিকট পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সবাইকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। আমরা নিকট পরিবেশের রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ইত্যাদি স্থানে ঠোঙা, কাগজ, চিপসের প্যাকেট, চকোলেটের প্যাকেট ইত্যাদি যত্রতত্র না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলব। সমবয়সি বন্ধুবান্ধব এবং বড়োদের সহায়তায় আগাছা পরিষ্কার করে নিকট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। ডাস্টবিন না থাকলে বড়োদের সহায়তায় ডাস্টবিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা যায়। একইভাবে বিদ্যালয়ের করিডোর, আঙিনা, মাঠ ইত্যাদি স্থানে কাগজের টুকরা বা এ জাতীয় কিছু পড়ে থাকতে দেখলে তা কুড়িয়ে ময়লার ঝুড়িতে ফেলব। বিদ্যালয়ের ওয়াশব্লক ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পানি ঢেলে আমরা তা পরিচ্ছন্ন রাখব।

নিকট পরিবেশে এবং বিদ্যালয়ে যেখানে-সেখানে কফ-থুথু ইত্যাদি ফেললে তা আবার অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন করা এবং পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অন্যদের সচেতন করাও প্রয়োজন। এ কাজগুলো একা করার চেয়ে অন্যদেরকে সাথে নিয়ে করা বেশি কার্যকর।

খ) আমার নিকট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমার করণীয় নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	করণীয়	কীভাবে করা হবে?
১	আগাছা পরিষ্কার করা	ছুটির দিনে বড়োদের সহায়তায় বন্ধুবান্ধব মিলে আগাছা কেটে/উপড়ে ফেলে এক জায়গায় জড়ো করা
২		
৩		
৪		

গ) আমার বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য করণীয় নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	করণীয়	কীভাবে করা হবে?
১	আগাছা পরিষ্কার করা	শিক্ষকের সহায়তায় বন্ধুবান্ধব মিলে আগাছা কেটে/উপড়ে ফেলে এক জায়গায় জড়ো করা
২		
৩		
৪		

ঘ) শিক্ষকের সহায়তায় একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতার ব্যবহারিক কাজ করি।

অধ্যায় : ০৮

শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা

১ শিশু অধিকার

শিশু হিসেবে এ সকল সুযোগ-সুবিধা তাদের অবশ্যই পাওয়ার কথা। এগুলোই তাদের অধিকার।

ক) ইহান ও নুসাফার সুযোগ-সুবিধার কথাগুলো পড়ি এবং তাদের অধিকারগুলোর তালিকা করি–

ইহান ও নুসাফার অধিকার

০১	
০২	
০৩	
০৪	
০৫	
০৬	

পৃথিবীর সকল দেশের শিশুদের কতগুলো অধিকার আছে। শিশুদের প্রধান অধিকারগুলো হলো :

- ◊ নাম পাওয়ার অধিকার
- ◊ জন্ম নিবন্ধনের অধিকার
- ◊ শিক্ষার অধিকার
- ◊ স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার
- ◊ পুষ্টি ও চিকিৎসার অধিকার
- ◊ মেয়ে ও ছেলে শিশুর সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার
- ◊ খেলাধুলা, বিনোদন ও বিশ্রামের অধিকার
- ◊ নিরাপত্তা লাভের অধিকার
- ◊ কথা বলার অধিকার

শিশুদের সুন্দর ও সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এ অধিকারগুলো পূরণ হওয়া খুবই প্রয়োজন।

খ) শিশু হিসেবে বাড়িতে আমি কোন কোন অধিকার ভোগ করি তা লিখি–

নাম পাওয়ার অধিকার

বাড়িতে আমার অধিকার

গ) শিশু হিসেবে বিদ্যালয়ে আমি কোন কোন অধিকার ভোগ করি তা লিখি–

শিক্ষার অধিকার

বিদ্যালয়ে আমার অধিকার

২ শিশু অধিকার অর্জনে ব্যক্তি ও সংস্থা

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করে লিখি–

১নং ছবি	২নং ছবি	৩নং ছবি	৪নং ছবি
কোথায় গিয়েছেন?	কাদের দেখা যাচ্ছে?	শিশুরা কী করছে?	শিশুকে কী খাওয়ানো হচ্ছে?
....	....	....	....
কে শিশুকে নিয়ে গিয়েছেন?	তারা কী করছে?	কোথায় খেলছে?	কারা টিকা খাওয়াচ্ছেন?
....	....	....	....
কেন নিয়ে গিয়েছেন?		কে খেলার ব্যবস্থা করেছে?	কোন স্থানে খাওয়ানো হচ্ছে?
....		....	....

খ) নিচের অংশটুকু পড়ি। শিশু ইহান ও নুসাফার অধিকার পাওয়ার জন্য বাবা-মা ও অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা চিহ্নিত ও শ্রেণিকরণ করে ছকে লিখি–

সোহরাব হোসেন ও সুবর্ণা আক্তারের এক ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁরা জন্মের পরে ছেলের নাম ইহান ও মেয়ের নাম নুসাফা রাখেন। মা-বাবা ইহান ও নুসাফাকে শিশুকালে বাড়ির পাশের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে টিকা দেন। পাঁচ বছর বয়সে ইহান ও নুসাফাকে বাবা-মা ভর্তির জন্য স্কুলে নিয়ে যান। স্কুলের শিক্ষক তাদেরকে ভর্তি করান। স্কুলে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাও করতে পারে। বাবা-মা দুজনকে খুব আদর করেন। বাড়িতে তারা পড়ার সময় পড়ে, খেলার সময় খেলে ও ঘুমানোর সময় ঘুমায়। বাবা-মা তাদের পুষ্টিকর খাবার দেন যাতে তারা সুস্থ থাকে। একদিন ইহান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবা-মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল থেকে তাকে চিকিৎসা ও ওষুধ দেয়া হয়। সে সুস্থ হয়। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে অপরিচিত এক লোক তাদেরকে চকলেট দিতে চায়। তারা নিতে চায় না। কিন্তু লোকটি আরও লোভ দেখায়। একটু দূরে থাকা একজন পুলিশ সদস্য বিষয়টি খেয়াল করেন। তিনি দ্রুত সেখানে আসেন। অপরিচিত লোকটি দৌড়ে পালিয়ে যায়।

ছক

ক্রমিক নং	অধিকার	ব্যক্তি/সংস্থা	ব্যক্তি/সংস্থার ভূমিকা
১.	শিক্ষা	অভিভাবক	ভর্তির জন্য স্কুলে নিয়ে যান
		শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্কুল	স্কুলে ভর্তি করান, পড়াশোনা করান, খেলাধুলার সুযোগ দেন

শিশু হিসেবে আমাদের যে অধিকারগুলো আছে তা পাওয়ার জন্য মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও বিভিন্ন সংস্থা যেসকল ভূমিকা পালন করেন তা হলো :

মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা

- ◊ ছেলে ও মেয়ের নাম রাখা
- ◊ বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো
- ◊ পুষ্টি, কাপড় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- ◊ খেলাধুলা ও বিশ্রামের সুযোগ দেয়া
- ◊ স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে লালনপালন করা
- ◊ শিশুকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়া
- ◊ নিরাপত্তা দিয়ে নিজের কাছে রাখা
- ◊ ছেলে ও মেয়েকে সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া

বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল	পুলিশ বাহিনী
◊ শিশুর নিরাপত্তা দেয়া ◊ স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা ◊ ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া ◊ শিশু ভর্তির ব্যবস্থা করে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	◊ চিকিৎসা সেবা প্রদান	◊ বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুর নিরাপত্তা বিধান করা

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশুদের অধিকারগুলো পূরণ করা। আমাদের দেশে প্রতি বছর ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আর প্রতি বছর ২০শে নভেম্বর সকল দেশে পালন করা হয় **‘বিশ্ব শিশুদিবস’** ।

আমার বাবা-মা আমাকে আর পড়াতে চান না — রাজু

আমাকে বাড়িতে ভাইয়ের চেয়ে বেশি কাজ করতে হয় — রিদিশা

আমার বিদ্যালয়ে মেয়েদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই — নাজিফা

আমরা শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার সুযোগ কম পাই — অভি

গ) রাজু, রিদিশা, নাজিফা ও অভির অধিকার পাওয়ার জন্য আমরা কী করব তা নিচের ছকে লিখি–

নাম	কোন অধিকার পায় না	অধিকার পাওয়ার জন্য আমাদের করণীয়
রাজু	শিক্ষা	রাজুর বাবা-মাকে পড়া বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করব ও বুঝাব।
রিদিশা		
নাজিফা		
অভি		

ঘ) শিশুর বিভিন্ন অধিকার অর্জনের ভূমিকাভিনয় করি।

৩ এসো নিরাপদে পথ চলি

ক) ছবিটি পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি–

লোকজন কী করছে?

কীভাবে রাস্তা পার হচ্ছে?

এভাবে পার হলে অসুবিধা কী?

বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এসব দুর্ঘটনায় অনেক মানুষ আহত এমনকি নিহত হন। এদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত অনেক শিশুকে পঙ্গু হয়ে সারাজীবন কষ্ট ভোগ করতে হয়। শিশু ও অভিভাবকের সড়ক চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে ধারণার অভাব এবং অসচেতনতা সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

সড়কে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। শহরের সড়কগুলোতে যানবাহনের পাশাপাশি মানুষও চলাচল করে। এজন্য সড়ক গুরুত্বপূর্ণ হলেও অনেক সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই যে সমস্ত কারণে সড়ক চলাচলের নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন তা হলো :

- ◊ এক গাড়ির সাথে অন্য গাড়ির সংঘর্ষ এড়ানো
- ◊ রাস্তায় যানজট কমানো
- ◊ পথচারীকে দুর্ঘটনা হতে রক্ষা করা

ছোটোরা যখনই সড়কে বা রাস্তায় বের হবে তখনই পিতা-মাতা বা অভিভাবকের হাত ধরে থাকবে। কখনোই একা সড়কে বা রাস্তায় বের হবে না। যেখানে জেব্রা ক্রসিং আছে ও ফুটওভার ব্রিজ আছে সেখান দিয়ে রাস্তা পার হতে হবে। আর যেখানে জেব্রা ক্রসিং নেই সে সকল রাস্তায় ডানে ও বামে তাকিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হতে হবে।

খ) উপরের রাস্তার চিত্রে আমি নিয়ম মেনে কোন দুইভাবে সবুজ চিহ্নিত স্থানে যাব তা কলম দিয়ে দাগ টেনে দেখাই–

২০২৪

ছবি-১

ছবি-২

গ) উপরের ছবি দুটিতে পথচারী রাস্তায় চলাচল করছে। আমি কোন ছবির মতো করে রাস্তায় চলাচল করব? ১নং না ২নং ছবি? কেন করব?

ছবি-১

ছবি-২

ঘ) উপরের চিত্র দুটিতে পথচারী রাস্তায় চলাচল করছে। আমি কোন নিয়ম অনুসরণ করে রাস্তায় চলাচল করব? ১নং না ২নং ছবি? কেন করব ?

অধ্যায় : ০৯

নৈতিক ও মানবিক গুণ

১ ন্যায় ও অন্যায় কাজ

ক) উপরের ছবি দুটি দেখি ও কথাগুলো পড়ি। কোনটি ন্যায় কাজ এবং কেন তা বলি–

....

....

রাজু: শ্রেণিকক্ষে একটি কলম পেয়ে শিক্ষককে দিয়েছিলাম। শিক্ষক যার কলম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রিদিশা: একজন গরিব অসুস্থ লোককে আমরা টিফিনের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি।

আরিশা: স্কুলের মাঠে খেলার সময় আমি একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

সাজু: শ্রেণিকক্ষে রাখা ঝুড়িতে ময়লা ফেলি না।

ইহান: আমি গতকাল শ্রেণিকক্ষে বসে পিছন থেকে বন্ধুর পোশাকে কালির দাগ দিয়েছি।

নাজিফা: আরিশার কলমের কালি নেই। ওকে আমি একটা কলম ধার দিয়েছি।

খ) রাজু, রিদিশা, আরিশা, সাজু, ইহান ও নাজিফা'র কথাগুলো পড়ি এবং ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলো চিহ্নিত করি–

একজন গরিব অসুস্থ লোককে আমরা টিফিনের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি।
১

শ্রেণিকক্ষে ঝুড়ি থাকলেও তাতে ময়লা না ফেলে মেঝেতে ফেলি।
২

আমি গতকাল শ্রেণিকক্ষে বসে পিছন থেকে বন্ধুর পোশাকে কালির দাগ দিয়েছি।
৩

শ্রেণিকক্ষে একটি কলম পেয়ে শিক্ষককে দিয়েছিলাম। শিক্ষক যার কলম তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।
৪

গ) উপরের অন্যায় কাজের কথাগুলোকে ন্যায় কাজের কথায় পরিবর্তন করি–

◊ ....

◊ ....

> যে কাজগুলো ভালো ও মানুষের জন্য কল্যাণকর সেগুলোই ন্যায় কাজ।

> সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সৎ ও আদর্শ বন্ধু নির্বাচন করা, সত্যবাদীর পক্ষে কথা বলা, মিথ্যাবাদী ও অন্যায়কারীর পক্ষ না নেওয়া ইত্যাদি হলো ন্যায় কাজ।

> মিথ্যা বলা, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া, অসৎ পথে চলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা, বড়োদের অবাধ্য হওয়া, অন্যকে অকারণে বিরক্ত করা ইত্যাদি অন্যায় কাজ।

> যে কাজগুলো মানুষের জন্য ভালো নয় ও মানুষের কল্যাণ করে না সেগুলোই অন্যায় কাজ।

ঘ) আমার দেখা ৩টি ন্যায় কাজ ও ৩টি অন্যায় কাজ নিচের ছকে লিখি–

ন্যায় কাজ	অন্যায় কাজ
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

২ ভালো কাজের গুরুত্ব

সাজু: আমি আজ স্কুলের মাঠে কিছু টাকা কুড়িয়ে পেয়ে প্রধান শিক্ষক স্যারের কাছে জমা দিয়েছি।

নায়রা: আমার বন্ধু আজ স্কুলে টিফিন নিয়ে আসেনি। আমি আমার টিফিন তার সাথে ভাগ করে খেয়েছি।

রাজু: আমি গতকাল ক্লাসে আমার পাশে বসা বন্ধুকে না বলে তার বইয়ে দাগ দিয়েছি।

নূহা: মা নিষেধ করেছিল; তবুও আজ আমি খোলা আচার কিনে খেয়েছি।

সাজু ও নায়রা দুজনে কথা বলছে

রাজু ও নূহা দুজনে কথা বলছে

ক) উপরের কথোপকথন পড়ি ও নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই–

(১) কোন বন্ধুরা ভালো কাজ করেছে?
(২) এগুলো কেন ভালো কাজ?
(৩) কোন বন্ধুরা খারাপ কাজ করেছে?
(৪) এগুলো কেন খারাপ কাজ?

ন্যায় কাজ অর্থাৎ ভালো কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। যিনি ন্যায় কাজ করেন, ন্যায় পথে চলেন সমাজের সবাই তাকে প্রশংসা করে। ন্যায় কাজ অন্যায়কে ঘৃণা করতে শেখায়। ন্যায় কাজের দ্বারা সমাজের অনেক উপকার হয়। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আমাদের ন্যায় কাজ করা উচিত, ন্যায় পথে চলা উচিত।

আমরা একটু চেষ্টা করলেই দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারি। যেমন–সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, সৎ ও আদর্শ বন্ধু নির্বাচন করা, সত্যবাদীর পক্ষে কথা বলা, মিথ্যাবাদী ও অন্যায়কারীর পক্ষ না নেয়া ইত্যাদি। আমরা সবাই ন্যায় কাজের অনুশীলন করলে সমাজ থেকে অন্যায় দূর হবে, সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজের মানুষ শান্তিতে থাকবে।

খ) নিচের ছকে ন্যায় কাজের গুরুত্ব লিখি–

ক্রমিক নং	ন্যায় কাজের গুরুত্ব
১	
২	
৩	
৪	

গ) আমি প্রতিদিন অনুশীলন করব এমন পাঁচটি ভালো কাজ লিখি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

ঘ) সাজু ও নায়রার বক্তব্য অনুযায়ী ভূমিকাভিনয় করি।

অধ্যায় : ১০

আমাদের দেশ

১ বাংলাদেশের মানচিত্র

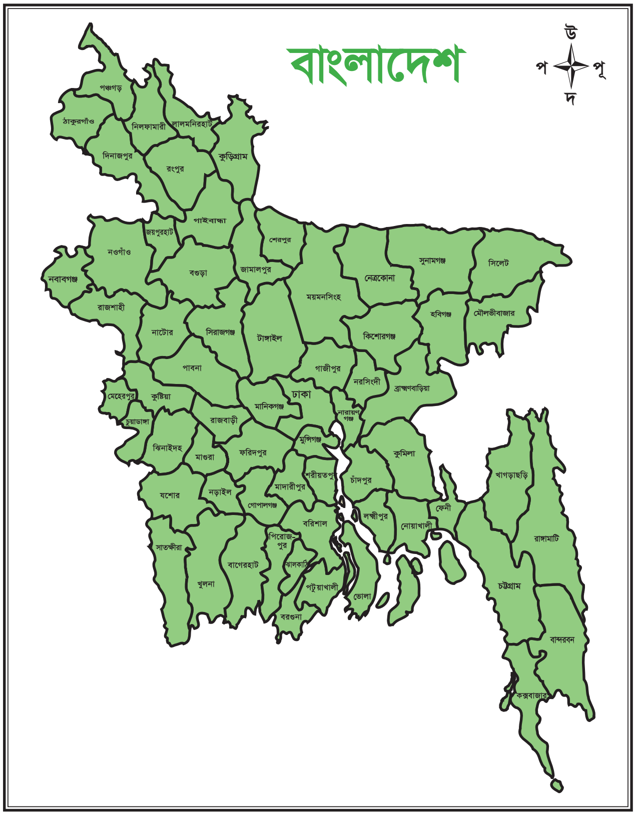

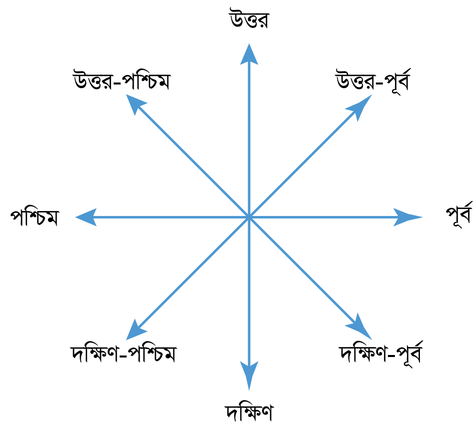

মানচিত্রের চারটি দিক থাকে-উপরের দিকটি উত্তর, নিচের দিকটি দক্ষিণ, ডানের দিকটি পূর্ব ও বামের দিকটি পশ্চিম। এছাড়াও মানচিত্রে উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থাকে। মানচিত্রে কোনো এলাকার অবস্থান খুঁজে বের করতে দিক আমাদেরকে সাহায্য করে। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি। উপরে যে মানচিত্রটি দেখা যাচ্ছে তা বাংলাদেশের মানচিত্র। বাংলাদেশের মানচিত্রটিতেও চারটি দিক রয়েছে। বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের অধীনে ৬৪টি জেলা রয়েছে। প্রতিটি জেলারই নির্দিষ্ট সীমানা আছে।

ক) মানচিত্রে দিক চিহ্নিত করি–

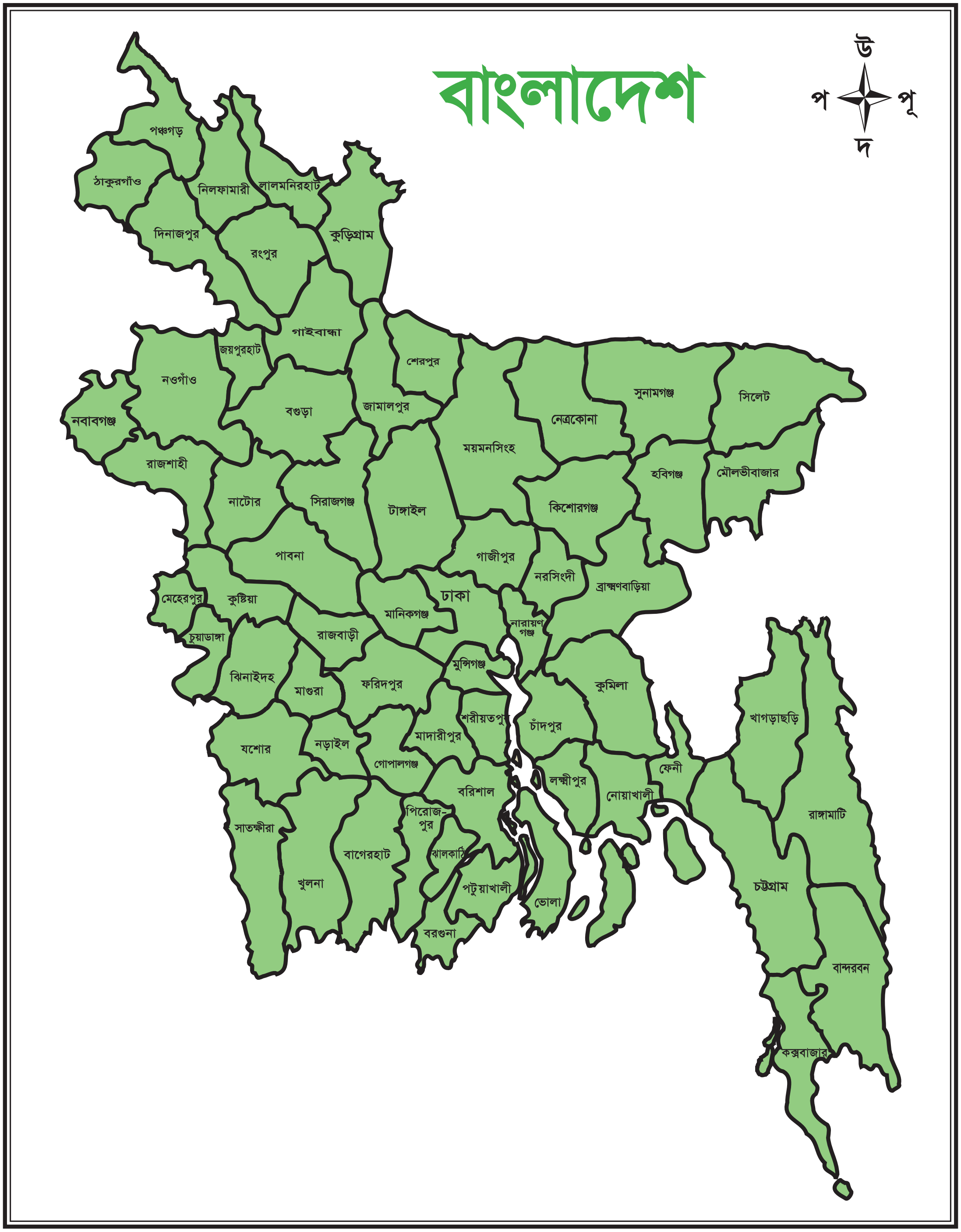

২০২৪

খ) মানচিত্র দেখি ও নিচের ছকে দিক অনুযায়ী জেলার নাম লিখি–

মানচিত্রের দিক	জেলার নাম
সর্ব উত্তর	
সর্ব দক্ষিণ	
উত্তর-পূর্ব	
দক্ষিণ-পশ্চিম	

গ) মানচিত্রে নিজ জেলা চিহ্নিত করি ও অবস্থান দেখাই–

ঘ) আমার নিজ জেলার কোন দিকে কোন কোন জেলা আছে তা মানচিত্রে খুঁজে বের করি ও ছকে লিখি–

নিজ জেলার নাম	দিক	জেলার বা স্থানের নাম
	পূর্ব	
	পশ্চিম	
	উত্তর	
	দক্ষিণ	

২ বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য

ক) পর্যবেক্ষণ করি ও ছবি সম্পর্কে তথ্য নিচের ছকে লিখি–

কীসের ছবি?

কারা উৎপাদন করে?

এগুলো কী ধরনের পণ্য?

২০২৪

আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানা ধরনের পণ্য ব্যবহার করি। এর মধ্যে কিছু পণ্য কৃষি থেকে ও কিছু পণ্য শিল্প থেকে পেয়ে থাকি। কৃষি থেকে যে সমস্ত পণ্য পাওয়া যায় তাই কৃষিজাত পণ্য। আর শিল্প থেকে প্রাপ্ত পণ্যই– হলো শিল্পজাত পণ্য। বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজাত পণ্য হলো ধান, পাট, আখ এবং চা। দেশের সব অঞ্চলেই ধান জন্মে। পাট ও চা অর্থকরী ফসল। এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। এছাড়া আমাদের দেশে গম, ভুট্টা, সরিষা, ডাল, তামাক, তুলা, শাকসবজি, মসলা, ফল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মাছ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু আমাদের অন্যতম কৃষিজাত পণ্য।

খ) আমার নিজের এলাকায় যে যে কৃষিপণ্য বেশি উৎপন্ন হয় তার তালিকা তৈরি করি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

ধান, দুধ, চিনি, সিমেন্ট, ডিম, ঔষধ, মাংস, কাগজ, মাছ, শসা, গম, ভুট্টা, লালশাক, ঢেঁড়স, ডাল, শিম

গ) উপরের তালিকা থেকে কৃষিজাত পণ্যগুলো বাছাই করে নিচে লিখি–

১.. ৫..

২.. ৬..

৩.. ৭..

৪.. ৮..

ঘ) যে যে কৃষিজাত পণ্যের তালিকা তৈরি করেছি সেগুলোকে নিচের মতো শ্রেণিকরণ করি–

খাদ্যশস্য

শাকসবজি

প্রাণিজাত

২০২৪

৩ বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্য

ক) ছবি পর্যবেক্ষণ করি ও ছবি সম্পর্কে তথ্য নিচের ছকে লিখি–

কীসের ছবি?

কারা তৈরি করে ?

এগুলো কী ধরনের পণ্য?

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পজাত পণ্য হলো তৈরি পোশাক, চিনি, সিমেন্ট, সার ও ঔষধ। বাংলাদেশের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

বর্তমানে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দেশের অধিকাংশ পোশাক শিল্প ঢাকা এবং চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ বিদেশে পোশাক রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে থাকে। তৈরি পোশাক শিল্পে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

খ) আমার নিজের বাড়িতে যে যে শিল্পজাত পণ্য ব্যবহার করি তা নিচে লিখি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

৬. ....

৭. ....

৮. ....

গ) নিচের পণ্যগুলোকে কৃষিজাত ও শিল্পজাত শিরোনামে শ্রেণিকরণ করি–

ডাল, সাবান, টুথপেস্ট, ধান, শাড়ি, লুঙ্গি, পাট, মাছ, চিনি, সরিষা, সার, কলা, কাগজ, সবজি, বিস্কুট, গম

কৃষিজাত পণ্য	শিল্পজাত পণ্য
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.
৬.	৬.
৭.	৭.
৮.	৮.

৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ

আমাদের পরিবারে যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন বাস করে, তেমনি আশপাশে আমাদের প্রতিবেশীরা বাস করেন। এমনিভাবে পুরো বাংলাদেশে অনেক মানুষ বসবাস করে। কোনো দেশে যত মানুষ বাস করে, তাদের মোট সংখ্যাটিকে বলা হয় সেদেশের জনসংখ্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ। আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে সামান্য বেশি। নারীর সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ এবং পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ১৭ লক্ষ। পৃথিবীর সব দেশের জনসংখ্যা সমান নয়; কোনো দেশের জনসংখ্যা বেশি, আবার কোনো দেশের কম। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান সব দেশের মধ্যে অষ্টম।

আমাদের বাড়ি, স্কুল, মাদ্রাসা ইত্যাদি এদেশের জমির ওপর তৈরি করা হয়েছে। এভাবে আমরা প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজনে জমি, পানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তেল ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহার করি। জনসংখ্যা বেশি হলে এসব সম্পদও বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে মানুষ সম্পদ ব্যবহারের পাশাপাশি নিজেও সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, তার কাজ করার ক্ষমতা ও মেধা রয়েছে। বৈজ্ঞানিকের একটি আবিষ্কার অনেক বড়ো সম্পদ। যেমন–টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। একজন দক্ষ কর্মী একজন অদক্ষ কর্মীর চেয়ে অনেক ভালোভাবে কোনো কাজ করতে পারেন। শিক্ষিত জনগণ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কাজ করতে পারেন। শিক্ষিত, দক্ষ মানুষ হচ্ছে মানবসম্পদ। বাংলাদেশের বেশি জনসংখ্যার বেশি মানবসম্পদ হওয়ার সুয়োগ রয়েছে। যে দেশে মানবসম্পদ যত উন্নত, সে দেশ তত উন্নত।

ক) জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করি ও নিচের চিত্রে লিখি–

বাংলাদেশের সব জায়গার জনসংখ্যা একরকম নয়। কোনো জায়গায় বেশি মানুষ বাস করে, কোথাও আবার কম মানুষ বাস করে। বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যা কেমন তা নিচের মানচিত্রে দেখে নিই–

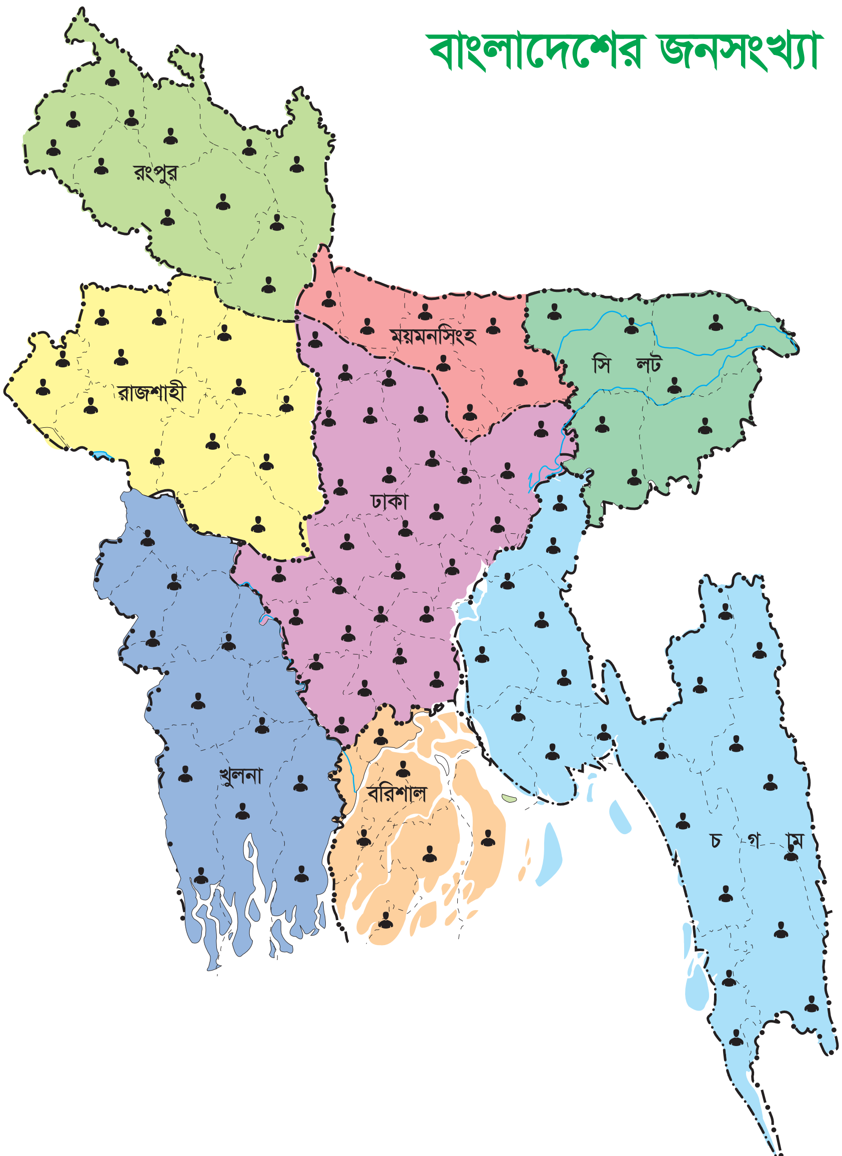

খ) বাংলাদেশের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে বিভাগের জনসংখ্যা অনুযায়ী ক্রমানুসারে (বেশি থেকে কম) বিভাগের নাম খালি ঘরে লিখি–

২০২৪

গ) নিচের গল্পটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি–

মেহেদী হাসান একজন অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন। পরিবারে তিনি ছাড়া স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে। জমির ফসল থেকে যা আয় হতো, তা দিয়ে মেহেদীর সংসার ভালোই চলত। তাঁর ছেলেমেয়েরা হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ে আর পড়াশোনা করেনি। তারা টাকা আয় করার মতো কোনো কাজও শেখেনি। ধীরে ধীরে সন্তানদের নিজেদের সংসার হয়, জমি ভাগ হয়। তাদের প্রত্যেকের ভাগে জমির পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে মেহেদী হাসানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

একই গ্রামে বাস করেন সাইফুল। সাইফুল মাছ ধরে সংসার চালাতেন। স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তাঁর পরিবার। কষ্ট করে হলেও তিনি ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ছেলে হাইস্কুলের পড়া শেষ করে গাড়ি চালাতে শিখেছে। পরে সে ড্রাইভার হিসেবে বিদেশে যায়। বড়ো মেয়ে পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় শিক্ষকতা করে। ছোটো মেয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার শিখেছে। এখন কম্পিউটারে কাজ করে অনেক টাকা আয় করে। বড়ো দুই ভাই-বোন ছোটো বোনের পড়াশোনার খরচ বহন করেছিল। সাইফুল মাঝির পরিবার এখন অনেক স্বচ্ছল।

১. মেহেদী ও সাইফুলের পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?

ক. মেহেদীর পরিবার : .... খ. সাইফুলের পরিবার : ....

২. কোন পরিবারের সম্পদ বেশি ছিল?

....

৩. কোন পরিবার উন্নতি করেছে?

....

৪. কার সন্তানদেরকে মানবসম্পদ বলা যাবে?

....

৫. কেন এদেরকে মানবসম্পদ বলা যাবে?

....

....

....

অধ্যায় : ১১

বিভিন্ন পেশা

১ যাঁরা উৎপাদন করেন

ক) নিচের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে পাশের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি–

লোকগুলো কী করছেন?

তাঁদেরকে কী বলা হয়?

লোকগুলো কী করছেন?

তাঁদেরকে কী বলা হয়?

মহিলাটি কী করছেন?

তাঁদেরকে কী বলা হয়?

আমি মাঠে কাজ করি। আমি ধান, পাট, আখ, আলু, টমেটো ইত্যাদি উৎপাদন করি।

আমার উৎপাদিত ফসল মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে।

আমরা মাছ চাষ করি, মাছ ধরি ও বিক্রি করি।

আমার উৎপাদিত মাছ মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

আমি খামারে মুরগি উৎপাদন করি।

আমার উৎপাদিত মুরগি থেকে মানুষ ডিম ও মাংস পায়

কৃষক, জেলে ও খামারি সকলেই নানা জিনিস উৎপাদন করেন। তাঁরা সবাই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে সবার প্রয়োজন মেটান এবং অর্থ উপার্জন করেন। এ কাজগুলোই তাঁদের পেশা। এ পেশার নাম কৃষিকাজ। কৃষক, জেলে ও খামারি সকলেই কৃষি পেশার ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী।

খ) নিচের ছকে প্রদত্ত কাজগুলো কোন পেশাজীবীর সাথে যুক্ত তা লিখি–

কাজের নাম	পেশাজীবীর নাম
পুকুরে ও নদীতে মাছ ধরা	জেলে
জমিতে সার দেয়া	
ডিম উৎপাদন করা	
ধান, পাট, সবজি ইত্যাদি উৎপাদন করা	
পুকুরে মাছের খাবার দেয়া	
খামারে মুরগি পালন করা	

গ) নিচের চার্টে দাগ টেনে বিভিন্ন পেশাজীবীর নাম, তাঁদের কাজ ও উৎপাদিত পণ্যের নাম মিল করি–

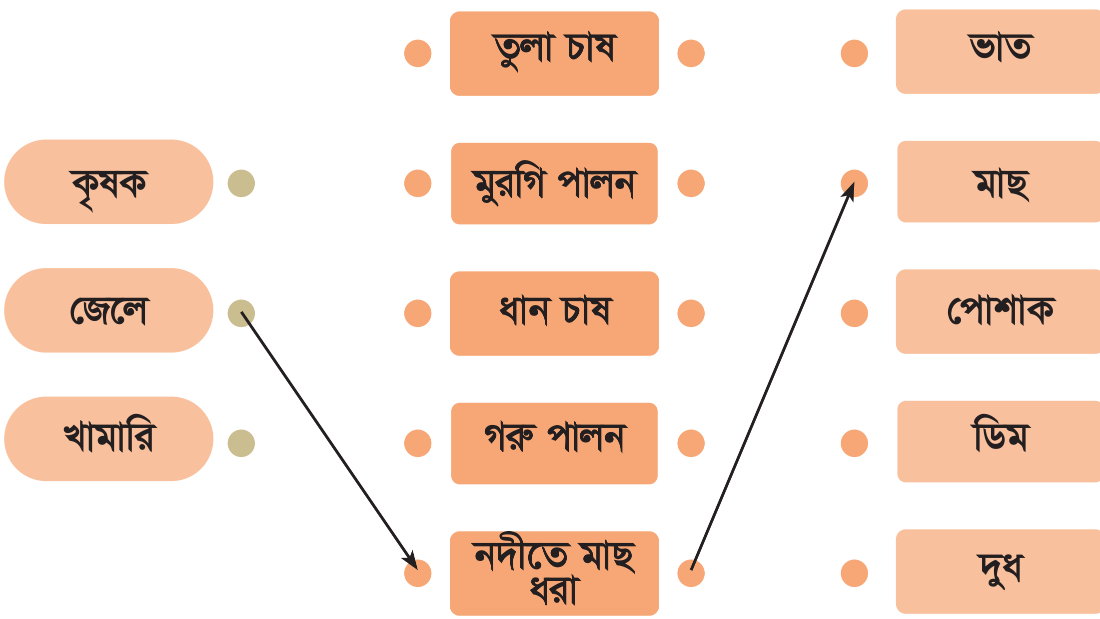

২ যাঁরা তৈরি করেন

ছবি– ১

ছবি– ২

ছবি– ৩

ছবি– ৪

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি–

প্রশ্ন	১নং ছবি	২নং ছবি	৩নং ছবি	৪নং ছবি
ছবির লোকগুলো কী করছেন?				
তাঁদের কী বলা হয়?				

আমি কাঠ দিয়ে আলমারি, চেয়ার, টেবিল, খাট, ঘর ইত্যাদি তৈরি করি।

মানুষের জীবনের প্রয়োজনে আমি নানা জিনিস তৈরি করি। আমার তৈরি জিনিস মানুষকে সুবিধা দেয়। জীবনকে সুন্দর করে। মানুষকে নিরাপত্তাও দেয়।

আমি মাটি দিয়ে কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলের টব, ফুলদানি, খেলনা ইত্যাদি তৈরি করি।

আমার মাটির তৈরি পণ্য মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে। গ্রামের মানুষ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও আমার তৈরি জিনিস ব্যবহার করে।

আমি বিভিন্ন রং দিয়ে সুতা রং করি। সেই সুতা দিয়ে তাঁতে কাপড় বুনি। নানা রকমের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা তৈরি করি।

মানুষের খুব প্রয়োজনীয় একটি জিনিস হলো কাপড়। বহুকাল ধরে মানুষ এটি ব্যবহার করে আসছে। আমি মানুষের এ চাহিদা পূরণ করি।

আমি কাপড় দিয়ে শার্ট, প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ, ফ্রক-স্কার্ট ইত্যাদি তৈরি করি। ছেলে- মেয়ে, ছোটো-বড়ো সকলের জন্যই পোশাক বানাই।

আমার তৈরি নানা ধরনের পোশাক মানুষ ব্যবহার করে। পোশাক ছাড়াও কাপড়ের তৈরি নানা জিনিস মানুষ ব্যবহার করে।

কাঠমিস্ত্রি, তাঁতি, কুমোর ও দর্জি নানা জিনিস তৈরি করেন। তাঁরা তৈরি জিনিস বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন। এ কাজগুলোই তাঁদের পেশা।

২০২৪

খ) নিচের ছকে প্রদত্ত কাজগুলো কোন পেশাজীবীর সাথে যুক্ত তা লিখি–

কাজের নাম	পেশাজীবীর নাম
কাপড় সেলাই করা	দর্জি
মাটি দিয়ে খেলনা তৈরি করা	
কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈরি করা	
সুতা দিয়ে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদি তৈরি করা	
মাটি দিয়ে ফুলদানি তৈরি করা	
কাঠ খোদাই করে নকশা করা	

গ) নিচের চার্টে দাগ টেনে বিভিন্ন পেশাজীবীর নাম, তাঁদের কাজ ও তৈরি পণ্যের নাম মিল করি–

৩ যাঁরা সেবা দেন

১নং ছবি

২নং ছবি

৩নং ছবি

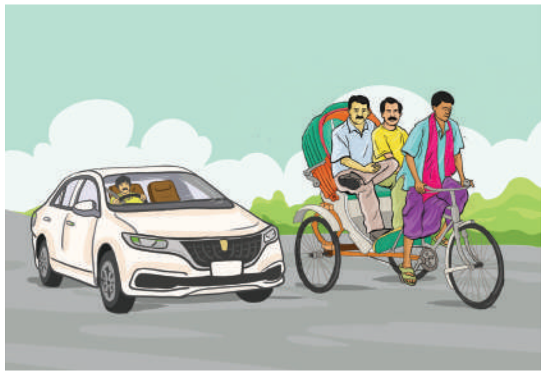

৪নং ছবি

ক) উপরের ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি–

প্রশ্ন	১নং ছবি	২নং ছবি	৩নং ছবি	৪নং ছবি
ছবির লোকগুলো কী করছেন?				
তাঁদের কী বলা হয়?				

আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমি পড়ালেখার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেও সাহায্য করি।

আমি অসুস্থ রোগীদের রোগ নির্ণয় করি। প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন ও পথ্য গ্রহণের পরামর্শ দিই।

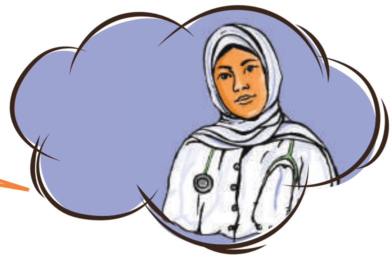

আমি রোগীদের দেখাশোনা করি, সময়মতো ঔষধ, পথ্য ইত্যাদি খাওয়াই। আমি ডাক্তারদের কাজে সহযোগিতা করি।

আমি আমার দোকানে চাল, ডাল, তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় করি।

আমি রিকশা চালাই। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে মানুষকে সাহায্য করি। আমি মালামালও পরিবহণ করি।

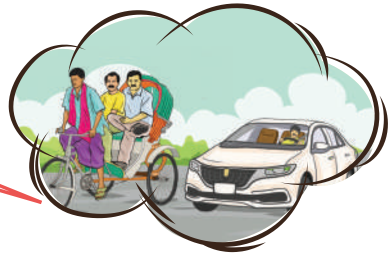

শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, চালক ও দোকানদার মানুষকে সেবা দেন। তাঁরা মানুষকে সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। এটাই তাঁদের পেশা।

২০২৪

খ) নিচের ছকের কাজগুলো কোন পেশাজীবীর সাথে যুক্ত তা লিখি–

কাজের নাম	পেশাজীবীর নাম
শ্রেণিকক্ষে পাঠ দান	শিক্ষক
মুদি দোকানে পণ্য বিক্রয় করা	
যাত্রী পরিবহণ করা	
চিকিৎসা করা	
যাতায়াতে সহায়তা করা	
চিকিৎসকের কাজে সহায়তা করা	

গ) নিচের চার্টে দাগ টেনে বিভিন্ন পেশাজীবীর নাম, কাজ ও সেবার নাম মিল করি–

শিক্ষক	চিকিৎসা দেন	ন্যায়বিচার
আইনজীবী	আইনি পরামর্শ	যোগাযোগ
দমকল কর্মী	আগুন নিভানো	স্বাস্থ্যসেবা
চালক	সহপাঠক্রমিক কাজ	সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ
ডাক্তার	যাতায়াতে সহায়তা	অগ্নি নিরাপত্তা

ঘ) দলে বিভিন্ন পেশাজীবীর ভূমিকায় অভিনয় করি ও অভিনয় দেখে পেশাজীবী চিহ্নিত করি–

অধ্যায় : ১২

টাকার ব্যবহার

১ আমার জীবনে টাকার ব্যবহার

ছবি- ১

ছবি- ২

ছবি- ৩

ছবি- ৪

ক) ছবি দেখি ও কী কী কাজে টাকা ব্যবহার করা হচ্ছে তার তালিকা তৈরি করি–

কোনো বস্তুর দাম পরিশোধের আধুনিক মাধ্যম হলো টাকা। টাকা দিয়েই প্রতিদিনের জিনিসপত্র কেনাকাটা করি। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার। টাকা দিয়ে উপহার কিনে প্রিয়জনকে দেই। আমরা বই, খাতা, কলম আরও নানা জিনিস কিনতে টাকা ব্যবহার করি। পরিবারের ও নিজের হঠাৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্যও টাকা দরকার। আমরা টাকা দিয়ে ভবিষ্যতের নানা প্রয়োজন মেটাই। প্রয়োজন ছাড়া টাকা খরচ করা উচিত নয়। প্রয়োজনের বেশি খরচ করলে টাকা অপচয় হয়। আমরা অপচয় করব না।

খ) পড়ি ও নিচের ছকে তথ্য লিখি–

আমি যে যে কাজে টাকা ব্যবহার করি	১.
	২.
	৩.
	৪.

গ) নিচের চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করে টাকা নষ্ট হওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করি ও চিত্রে লিখি–

ছবি– ১

ছবি– ২

ছবি– ৩

ছবি– ৪

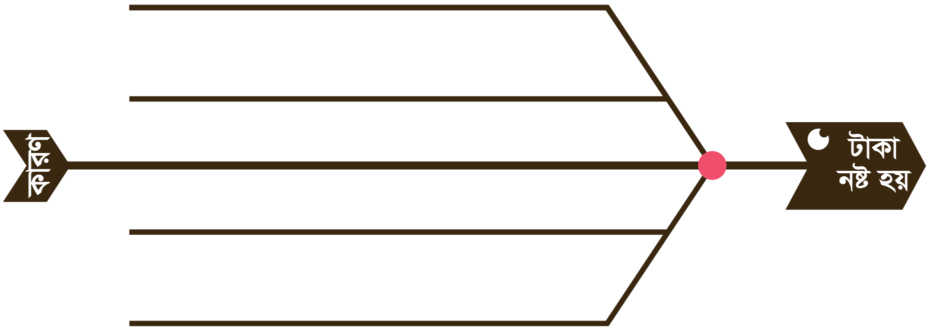

ঘ) টাকা ব্যবহার করতে আমি কীভাবে যত্নশীল হব তা নিচের ছকে লিখি–

টাকা ব্যবহারে যেভাবে যত্নশীল হব	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

২ আমার প্রয়োজনে আমার সঞ্চয়

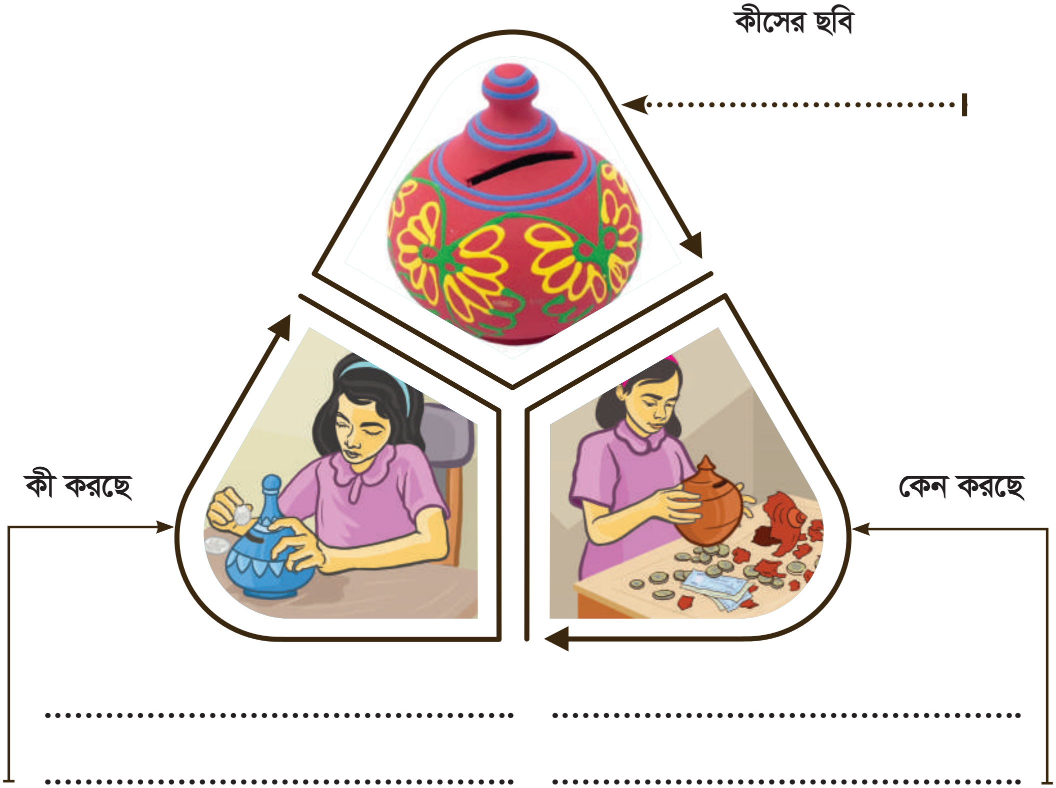

ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করে তার নিচে তথ্য লিখি–

মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে টাকা পেয়ে থাকে। কাজ করে বেতন পায়। কোনো কিছু বিক্রি করলে তার দাম হিসেবে টাকা পায়। এ সবই তাদের আয়। এই আয় থেকে খরচ করার পর যে টাকা বাকি থাকে তা-ই সঞ্চয়। অর্থাৎ খরচের পর যা আমরা জমাই।

ভবিষ্যতের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্যই আমরা সঞ্চয় করি। হঠাৎ টাকার দরকার হলে সঞ্চয় থেকে মেটাতে পারি। আমাদের নানা ইচ্ছা পূরণের জন্য টাকার প্রয়োজন। নিজের পছন্দের বই, খেলনা কিনতে টাকা প্রয়োজন। উপহার কিনতেও টাকা দরকার। প্রয়োজনে বাবা-মাকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি। এ ধরনের কাজে আমরা নিজের সঞ্চয়ের টাকা ব্যবহার করতে পারি। সঞ্চয় হলো মানুষের বিপদের বন্ধু। তাই ছোটোবেলা থেকেই সঞ্চয়ী হতে হবে। আমরা সাধারণত মাটির ব্যাংক, কাঠের বাক্স ও প্লাস্টিকের কৌটা ইত্যাদিতে সঞ্চয় করতে পারি।

মাটির ব্যাংকে জমানো টাকা

খ) পড়ি ও আমি কেন সঞ্চয় করবো তা নিচের ছকে লিখি–

যে যে কারণে আমি সঞ্চয় করব	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

গ) রাজু, অভি, আরিশা ও নূহার কথাগুলো পড়ি। আমি কীভাবে সঞ্চয়ী হব তা নিচের ছকে লিখি–

রাজু: ঈদে পাওয়া সেলামির টাকা থেকে কিছু টাকা জমা রাখি

অভি: মাঝে মাঝে টিফিনের টাকা থেকে কিছু টাকা জমাই

আরিশা: বড়োদের কাছ থেকে কয়েন পেলে তা ব্যাংকে জমাই

নূহা: জন্মদিনে পাওয়া উপহারের টাকা থেকে টাকা জমাই

আমি সঞ্চয়ী হওয়ার জন্য যা যা করব	১.
	২.
	৩.
	৪.

অধ্যায় : ১৩

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা

১ অগ্নিকাণ্ড

ছবি- ১

ছবি- ২

ক) ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই-

১) ১নং ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?

২) ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন কী করছে?

৩) আশপাশের লোকজন কী করছে?

৪) ২ নং ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে?

বাংলাদেশে নানা ধরনের দুর্যোগ ঘটে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি হলো অগ্নিকাণ্ড, বন্যা ও ভূমিকম্প। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানবসৃষ্ট কারণে অনেক সময় দুর্যোগ ঘটে থাকে। দুর্যোগের কারণে জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অগ্নিকাণ্ড একটি ভয়াবহ দুর্যোগ। আমাদের বাংলাদেশে অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘরবাড়ি, শহরের বস্তি, দোকানপাট, কল-কারখানা, গার্মেন্টস এবং যানবাহনে আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে। অনেক মানুষ তার প্রয়োজনীয় শেষ সম্পদটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে মানুষ মারাও যায়। তাছাড়া পরিবেশেরও অনেক ক্ষতি হয়।

আগুন লাগার কারণগুলো জেনে নিই–

◊ অপ্রয়োজনে রান্নার চুলা জ্বালিয়ে রাখা
◊ জ্বলন্ত সিগারেট, বিড়ি, ম্যাচের কাঠি ইত্যাদি নিভিয়ে যথাস্থানে না ফেলা
◊ আগুন নিয়ে খেলা করা
◊ বাজি পোড়ানো
◊ মশার কয়েল, মোমবাতি, কুপিবাতি ও খোলা কেরোসিনবাতি ব্যবহারে সতর্ক না থাকা
◊ ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
◊ নিয়ম না মেনে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা
◊ ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে করণীয়–

◊ রান্নার পর চুলা ভালোভাবে বন্ধ করা
◊ জ্বলন্ত সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি ভালোভাবে নিভিয়ে যথাস্থানে ফেলা
◊ বৈদ্যুতিক ফিটিংসসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করা
◊ বাসায়, কারখানায় এবং গাড়িতে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা করা
◊ বাড়িতে সার্বক্ষণিক অগ্নি নির্বাপণ সামগ্রী প্রস্তুত রাখা
◊ আগুন নিয়ে খেলাধুলা না করা

আগুন লেগে গেলে করণীয়–

◊ অগ্নিকাণ্ড থেকে প্রথমে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।
◊ বাড়িতে আগুন লেগে গেলে সাথে সাথে প্রতিবেশীদের সাহায্য চাইতে হবে।
◊ পরনের কাপড়ে আগুন লাগলে দৌড়াদৌড়ি না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে। দেহের কোনো অংশ পুড়ে গেলে সেখানে প্রচুর পানি ঢালতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
◊ ফায়ার সার্ভিসকে টেলিফোন করে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানাতে হবে।
◊ জরুরি সেবার জন্য ৯৯৯ নম্বরে টেলিফোন করতে হবে।

খ) আমার নিজ বাড়িতে কখনো আগুন লেগে গেলে করণীয় কাজের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি–

ক্রমিক নং	নিজ বাড়িতে আগুন লেগে গেলে করণীয়
১	
২	
৩	
৪	

গ) আমার শরীরে বা পোশাকে কখনো আগুন লেগে গেলে করণীয় কাজের আলোকে নিচের ছকটি পূরণ করি–

ক্রমিক নং	শরীরে বা পোশাকে কখনো আগুন লেগে গেলে করণীয়
১	
২	
৩	
৪	

ঘ) শ্রেণির সকলে মিলে অগ্নি নির্বাপণ মহড়া পরিচালনা করি–

২ বন্যা

মমিন বাংলাদেশের একটি গ্রামে থাকে। সে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। টেলিভিশনে কয়েকদিন ধরে ভারি বৃষ্টি হতে পারে ঘোষণা করা হয়েছে। পরদিন থেকে টানা এক সপ্তাহ অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকল। জমির আধাপাকা ধান, সবজির ক্ষেত, রাস্তাঘাট সবকিছু পানির তলায় ডুবে গেলো। পরিস্থিতি আরও খারাপ দেখে মমিনের বাবা তাড়াহুড়ো করে পরিবার নিয়ে গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবনে আশ্রয় নিলেন। গ্রামের দক্ষিণ পাশের উঁচু বেড়িবাঁধে দুটি গরু রেখে আসলেন। বাকি গবাদিপশু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসার আগেই গ্রামের উত্তরের বেড়িবাঁধ ভেঙে গেলো। প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসপত্র বন্যার পানিতে ভেসে গেলো। গ্রামের আরও অনেক পরিবার সে বিদ্যালয় ভবনে আশ্রয় নিয়েছে। মমিনরা সেখানে আটকে থাকল। তাদের খাবার এবং পানীয় জলের অভাব দেখা দিলো। গবাদি পশুর খাবারও শেষ হয়ে গেলো। বন্যার দূষিত পানি পান করে বেশ কয়েকজন মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলো। আক্রান্তদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। এছাড়া প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও ছিল না।

ক) উপরের কেস স্টাডিটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই–

(১) মমিনরা আশ্রয়কেন্দ্রে গেলো কেন?

(২) তারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারল না কেন?

(৩) মমিনদের কিছু গরু বন্যায় ভেসে গেলো কেন?

(৪) আশ্রয়কেন্দ্রে খাবারের অভাব দেখা দিলো কেন?

(৫) আশ্রয়কেন্দ্রে অনেকে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল কেন?

প্রতিবছর আমাদের দেশে অনেক এলাকায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দেয়। বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তাই একে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বন্যার ফলে মানবিক বিপর্যয় ঘটে এবং জরুরি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য কিছু প্রস্তুতি নিতে পারি। বন্যার ভয়াবহতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার, খাবার পানি, কাপড়চোপড় ও ঔষধপত্র নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হবে। গবাদি পশুর প্রয়োজনীয় খাবারসহ বেড়িবাঁধ কিংবা কোনো উঁচু স্থানে রাখতে হবে। পড়ার বই-খাতা ও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে বা নিরাপদে রাখতে হবে।

খ) বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হলে আমার নিজের কী কী জিনিসপত্র সাথে নিব? এ জিনিসপত্র কীভাবে নিব, তা নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	জিনিসপত্র	নেওয়ার উপায়
১.		
২.		
৩.		

গ) বন্যার সময় মা-বাবাকে কীভাবে সাহায্য করব, তার তালিকা করি–

ক্রমিক নং	কাজ	করার উপায়
১.		
২.		
৩.		

ঘ) আশ্রয়কেন্দ্রে কী কী করব, আর কী কী করব না, তার তালিকা করি–

ক্রমিক নং	যেসব কাজ করব	ক্রমিক নং	যেসব কাজ করব না
১.		১.	
২.		২.	
৩.		৩.	
৪.		৪.	
৫.		৫.	

৩ ভূমিকম্প

ছবি- ১

ছবি- ২

ক) উপরের ছবি দুটি পর্যবেক্ষণ করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও–

(১) ১ নং ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

(২) এগুলো কীসের ছবি?

(৩) ২ নং ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?

(৪) ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায় আশ্রয় নিচ্ছে? কেন?

ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই যে কোনো সময় ভূমিকম্প শুরু হয়। এটি সাধারণত ৩০-৪০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়ে থাকে। কোথাও শক্তিশালী ভূমিকম্প হলে সেখানকার অনেক ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘরবাড়ি ধসে পড়ে। ঘরবাড়ির নিচে চাপা পড়ে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়। তাই ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ভূমিকম্প শুরু হলে আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি করে ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা করা উচিত নয়। এ সময় সিঁড়ি ও লিফট ব্যবহার করা যাবে না। বারান্দা বা ছাদ থেকে লাফ দেওয়া যাবে না। বরং এ সময় শান্ত থাকতে হবে। ভূমিকম্প শুরু হলে শক্ত টেবিল, খাট বা এ জাতীয় আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে। পাকা দালানে থাকলে বিমের নিচে দাঁড়াতে হবে।

একটি ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পর সেখানে আবারও ভূমিকম্প হতে পারে। তাই প্রথমবারের ভূমিকম্প থেমে গেলে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। বাড়ির বাইরে থাকা অবস্থায় ভূমিকম্প হলে উঁচু ভবন, দেয়াল, গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি, বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দূরে খোলা স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। ভাঙা দেওয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়াচড়া করা যাবে না। ভূমিকম্প থামলে কোনোভাবে আওয়াজ করে উদ্ধারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে।

খ) ভূমিকম্পে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তার তালিকা করি–

১. ....

২. ....

৩. ....

৪. ....

৫. ....

গ) বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে থাকাকালে ভূমিকম্প হলে কী করতে হবে এবং কী করা যাবে না তা নিচের ছকে লিখি–

ক্রমিক নং	কী করতে হবে	কী করা যাবে না
১.		
২.		
৩.		
৪.		

ঘ) ভূমিকম্প হলে কী করব শ্রেণিকক্ষে তার একটি মহড়া করি।

শব্দভান্ডার

বৈচিত্র্য–	বিভিন্নতা
অনাবৃষ্টি–	অপর্যাপ্ত বৃষ্টি
কৃষিখামার–	যেখানে কৃষিপণ্য উৎপাদন করা হয়
পরিবহণ–	একস্থান থেকে অন্যস্থানে পণ্য আনা-নেয়া
সংরক্ষণ–	রক্ষা ও পালন
জলজ–	যা জলে জন্মে
সম্প্রীতি–	মিলেমিশে চলার মতো আচরণ
সহপাঠী–	একই শ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থী
পর্যবেক্ষণ–	খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা
কেসস্টাডি–	কোনো ঘটনার বিবরণ
অধিকার–	মানুষ হিসেবে যা আমাদের প্রাপ্য
বেরিবেরি–	এক ধরনের রোগ
সংযোজন–	যুক্ত করা
তথ্য–	আসল ঘটনা বা অবস্থা
রাষ্ট্রভাষা–	কোনো দেশের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা
আন্তর্জাতিক–	সকল জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত
মালভূমি–	চারপাশে খাড়া ঢালযুক্ত বিস্তীর্ণ ভূমি
ভূমিকাভিনয়–	অভিনয়ের মাধ্যমে কোনো চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা
মুক্তিবাহিনী–	দেশের মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন
রাজাকার–	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও যুদ্ধরত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহায়তাকারী
আলবদর–	১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এবং বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী
নাগরিক–	একটি নির্দিষ্ট দেশে বসবাসকারী ব্যক্তি
প্রবীণ–	বৃদ্ধ
সুরক্ষা–	সবরকম বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত রাখা
হেল্পডেস্ক–	যেখান থেকে সহায়তা পাওয়া যায়
হেল্পলাইন–	যার মাধ্যমে ফোন করে জরুরি সেবা পাওয়া যায়
অবস্থাপন্ন–	সম্পদশালী
পথ্য–	রোগীর জন্য উপযুক্ত খাবার
সঞ্চয়ী–	যে সঞ্চয় করে
অগ্নিনির্বাপণ–	আগুন নিভানো
আশ্রয়কেন্দ্র–	প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়
আবহাওয়া–	কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত
অর্থকরী ফসল–	যেসব কৃষিপণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়
রপ্তানি–	বিক্রির জন্য পণ্য বিদেশে প্রেরণ

সমাপ্ত

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, তৃতীয় শ্রেণি– বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

বড়োদের সম্মান করো।

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ৩৩৩ কলসেন্টারে ফোন করুন।

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য